অথ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা।

ইহ খলু সংসারে স্বর্গাপবর্গাদিসাধনভূতস্য ধর্ম্মস্য বিশুদ্ধসুখ-জনকতয়া দুঃখাসম্ভিন্নানবধিকব্রহ্মানন্দপ্রকাশকস্য আত্মজ্ঞানস্যচ তদ্রূপতয়াচ স প্রাধান্যেন সর্ব্বতোবর্ব্বর্ত্তি সখলু ধর্ম্মো বেদ-স্মৃত্যাদিতো ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু, অনুলোমপ্রতিলোমজাতেষু অম্বষ্ঠ ক্ষত্তৃকরণ প্রভৃতিষু বিজাতীয়মৈথুন সম্ভূতেষু খরতুরগবৎ বর্ণ-শঙ্করেষুচ বিভাগশোঽবস্থায় সর্ব্বান লোকান স্বস্ব কর্ম্মনি সংস্থাপ্য সংরক্ষতি, ইহামুত্রফলবিশেষং প্রাপযতিচ। স ধর্ম্ম আশ্রম বিশেষেষু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু পৃথক্তযাব্যবস্থাযতংত মাশ্রমং বিশো-ধয়তি। তথাচোক্তং মনুনা, শ্রুতি স্মৃত্যাদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হিমা-নবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখমিতি। শ্রুতি—স্তুবেদো বিজ্ঞয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ। তে সর্ব্বার্থেষ্ব মীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥ যোবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রা-শ্রয়া দ্বিজঃ। স সাধুভি র্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকোবেদ নিন্দকঃ॥ এবং বেদঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥ এবং বেদস্মৃত্যাদিতং শুদ্ধক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম-মাচরন্তামুগ্রক্ষত্রিয়ানাং শুদ্ধক্ষত্রিয়জাতাব্যবস্থিতানাং উগ্রক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ো নবেতি সংশয়ে উগ্রক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ো নেতি পূর্ব্বপক্ষো হ্যমবতরতি। কুত ইত্যপেক্ষায়াং শূদ্রাক্ষত্রিযজাত শঙ্করত্বাৎ ইত্যেবং হেতু মাকলয়ন্তি প্রতিবাদিনঃ। পূর্ব্বপক্ষস্যৈতস্য সিদ্ধা-ন্তার্থং কৈশ্চিৎ বিশিষ্টৈ রুগ্রক্ষত্রিয়ৈ রহং সানুনয় মধ্যেষিতঃ যথা-শাস্ত্রং সিদ্ধান্তো দীয়তামিতি। ততো হহং ধর্ম্মশাস্ত্রানি বিচার্য্য পুনঃ

পুনঃ সমালোচ্যচ সাধারণানাং তাদৃশ ভ্রম নিরসনায় উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতাং নাম পুস্তিকা মৈতাং বিরচিত বান্ ॥

সন ১৩০০ সাল। তাং ২রা শ্রাবণ। } শ্রীশিতিকণ্ঠ শর্ম্মা। সাং শ্রীপুর।

গোবিন্দেতি সুধাধিকং সুমধুরং শান্তিপ্রদং নামতৎ
যস্যাস্যান্মুহুরুদ্গমং বিলভতে কৃষ্ণানুগা যস্য ধীঃ।
যেনালাভি সুভক্তিতো হরিকৃপা সংসার রোগৌষধং
তং বন্দে হরিপাদপদ্মমধুপং সন্তং সদা বৈষ্ণবং ॥

বেদার্থানুগতাং স্মৃতিং মনুমুখৈঃ সংভাষিতাং সাধুভি
র্লোকে লোকহিতার্থিভিঃ খলুময়াসঞ্চিন্ত্য ভূয়োঽধুনা
উগ্রক্ষত্রিযসংহিতা বিশয়নুৎ সম্বৎসরাণাং নৃনাং
শুদ্ধক্ষত্রিয়তাবহাতত ইযং সংতন্যতে গৃহ্যতাং ॥

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থ তাহার প্রতিপাদক, আর উক্ত জাতির উপর, অনেক অবহুদর্শি শাস্ত্রজ্ঞের বা শাস্ত্রানভিজ্ঞ সাধারণের, যে শূদ্রত্ব ভ্রম আছে, তাহার সম্যকরূপে নিরসন করাই ইহার মুখ্য প্রয়োজন। এইরূপ সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অবলম্বন করিয়া উগ্র ক্ষত্রিয় সংহিতা গ্রন্থের প্রবর্ত্তন হইল। সুতরাং প্রক্ষাবৎতত্ত্ব জিজ্ঞাসুগণ, এই গ্রন্থের শ্রবণ বা দর্শন করিতে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইবেন, যে হেতু কথিত আছে।

“জ্ঞাতার্থং জ্ঞাত সম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যং সম্বন্ধং সপ্রয়োজনং ॥”

প্রয়োজন ও সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত না হইলে, শ্রোতা গ্রন্থোক্ত বিষ

ব শ্রবণ করিতে কখনই প্রবৃত্ত হয়েন না। অতএব গ্রন্থের প্রথমই তাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রদর্শন করা উচিত, এই বিবেচনায় তাহা প্রদর্শিত হইল। কোন পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হইলে যেমন তাহার সামান্য নিরূপণ অপেক্ষিত হয়, সেইরূপ উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে জাতির স্বরূপ ও উৎপত্ত্যাদি বিবরণ অপেক্ষিত হইতেছে, এই জন্য জাত্যাদ্যুৎপত্তি বিষয়ক মন্বাদি কথিতা সৃষ্টি প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে। তথাচমনুঃ

"আসীদিদন্তমোভূত মপ্রজ্ঞাত মল ক্ষণং
অপ্রতর্ক্য সবিজ্ঞেযং প্রসুপ্ত মিব সর্ব্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥

অনয়োরর্থঃ

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রলয়কালে নিবিড় অন্ধকারে (প্রকৃতিতে) বিলীন ছিল, সুতরাং তৎকালে উহা কাহারও প্রত্যক্ষের গোচর হয় নাই, কাহারও অনুমানের বিষয় হয় নাই, কোন প্রকার শব্দেরও আশ্রব হয় নাই, গাঢ় নিদ্রায় অবিভূত প্রাণীর ন্যায় উহা স্বকার্য্য সাধনে একান্ত অসামর্থ ছিল। এই প্রলয়াবস্থার অবসান কালে স্বেচ্ছাময় বপুঃ অমোঘ সৃষ্টি শক্তি অব্যক্তরূপী (বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর) ভগবান্, মহাভূত আকাশাদি ও মহদাদি তত্ত্ব সমুদায় প্রথমে সূক্ষ্ম রূপে অব্যক্তাবস্থায়, পরে স্থূল রূপে ব্যক্তাবস্থায়, পরিণত করিয়া, সমস্ত অন্ধকার নিরসন পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। (অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া ব্যক্তাবস্থাকে গ্রহণ করিলেন)

যোসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ॥

সকল লোক, বেদ, পুরান ও ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ, যিনি মনো মাত্রের গোচর অন্য ইন্দ্রিয়ের বেদ্য নহেন, সূক্ষ্মদর্শী সাধুগণ নির্ম্মল অন্তঃকরণ দ্বারা যাহাকে অনুভব করেন, যিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর যিনি অব্যক্ত (ব্যক্তিশূন্য) অর্থাৎ অবয়ব রহিত, যিনি নিত্য, সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ, অতএব তিনি অচিন্ত্য, অর্থাৎ ইয়ত্তা রহিত, সেই প্রভু পরমাত্মা, স্বয়ং মহদাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। প্রথমে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র, অর্থাৎ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিয়া সেই পরমাত্মা নানাবিধ প্রজা সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া "আপোজায়ন্তাং" এই প্রকার অভিধ্যান মাত্রেই জলের সৃষ্টি করিলেন। এই অভিধ্যান পূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথনের দ্বারা মনু "অচেতনা প্রকৃতি" অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে পরিণত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন এ সাংখ্যমত যে, গ্রহণ করেন নাই ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ মনু, ব্রহ্মকেই জগৎ কারণ, ও ব্রহ্মের অব্যাকৃত শক্তি ও প্রকৃতিকে জগদুপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বক্ষ্যমান শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও এতাদৃশ অর্থেরই প্রতীতি হয়। যথা

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎস্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসুবীজ মবা সৃজৎ॥

সেই পরমাত্মা নিজ শরীর হইতে নানাবিধ প্রাণি উৎপাদন করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রথমে, অভিধ্যান মাত্রে

জলের সৃষ্টি করিলেন; আর সেই জলে শক্তিরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করিলেন।

প্রাগুক্ত শ্লোকদ্বয় পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পরমাত্মার শক্তি বিশেষের দ্বারা যাবৎ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সে শক্তিই পরমাত্মার শরীর, তাহারই নামান্তর অব্যাকৃত, অর্থাৎ পঞ্চভূত; জ্ঞানেন্দ্রিয়,—অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, কর্ম্মেন্দ্রিয়,—অর্থাৎ বাক পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, প্রাণ, কর্ম্ম, অবিদ্যা ও বাসনা॥ এইরূপ অব্যাকৃত শরীর হইতে বিবিধ প্রকার প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভগবৎ ভাস্করীয় বেদান্ত দর্শনে অব্যাকৃত শব্দে প্রকৃতিই অবিহিত হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নিজ ব্রহ্ম মীমাংসায় ঈক্ষতের্নাশব্দং এই সূত্রে সৃষ্টিকর্ত্তার ঈক্ষণ শ্রবণ বশতঃ, অচেতনা প্রকৃতির জগৎকারণত্ব খণ্ডন করিয়া, চেতন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাত্মা মনু ও সেই বেদান্ত সিদ্ধান্তিত মতের অনুমোদক। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে স্বতন্ত্রা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। ব্রহ্মের প্রেরণা বশতঃই প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সচরাচর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

তদণ্ড মভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মিন জজ্ঞে স্বয়ংব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

সেই বীজ হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ সুবর্ণ বর্ণ একটী অণ্ড উৎপন্ন হইল, তাহার জ্যোতিঃ, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। সেই অণ্ড হইতে সর্ব্ব লোকে পিতামহ অর্থাৎ জনক ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জগৎ কারণ পরমাত্মা ব্রহ্মার লিঙ্গ শরীর বিশিষ্ট জীবে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই হিরণ্য-গর্ভ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, নার শব্দের প্রতিপাদ্য জলকে অয়ন

অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি নারায়ণ সজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপোনারা ইতিপ্রোক্তা আপোবৈনরসূনবঃ।
অয়নংতস্যতাঃপূর্ব্বং তেন নারায়ণঃস্মৃতঃ॥

নরাক্ষ পরমাত্মার সূনু অর্থাৎ পুত্র নার যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অবিধ্যান মাত্রেই জলের উৎপত্তি হয় এই হেতু নার শব্দে জলকে বুঝাইতেছে। সেই জল ব্রহ্মরূপী পরমাত্মার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ পদের বাচ্য হইয়াছেন।

যত্তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যংসদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ সপুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

সেই বেদাদি প্রসিদ্ধ বিশ্বব্যাপি পরমাত্মা, সমস্ত জন্য পদার্থের একমাত্র কারণ। তিনি অব্যক্ত (বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুরাদির অগোচর) উৎপত্তি বিনাশ রহিত বলিয়া নিত্য, বেদান্ত সিদ্ধ বস্তু বলিয়া সৎস্বভাব এবং প্রত্যক্ষাদির অগোচর বলিয়া অসৎস্বভাব বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হন। সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন পুরুষ সর্ব্বত্র ব্রহ্মা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ড মকরোদ্দ্বিধা॥

সেই পূর্ব্বোক্ত অণ্ডে ভগবান ব্রহ্মা নিজ পরিমাণে একবৎসর কাল বাস করিয়া, এই অণ্ড দ্বিখণ্ড হউক, এইরূপ আত্মগত ধ্যান মাত্রেই সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিলেন।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥

তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গ ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিলেন। আর মধ্য ভাগ দ্বারা আকাশ অষ্টদিক চির-স্থায়ি জলাধার (সমুদ্ররচনা করিলেন).

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকং।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কার মভিয়ন্তার মীশ্বরং॥

সংপ্রতি মহদাদি হইতে কিরূপে উক্তরূপ জগৎ উৎপত্তি হই-য়াছে তাহা দেখাইতেছেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পরমাত্মার স্বকাশ হইতে সংকল্প বিকল্পাত্মক মনকে উদ্ধার করিলেন। অভিমানাখ্য অহঙ্কার তত্ত্বের পূর্ব্বে মহত্তত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন। মনঃ পদার্থ শ্রুতি সিদ্ধ, আর জ্ঞানের যৌগ পদ্যলিঙ্গ বশতঃ অনুমিত হয়, এই জন্যই ইহা সৎনামে অভিহিত হইয়াছে। আর অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাণ্ডমেব চাত্মানং সর্ব্বানি ত্রিগুণানিচ।
বিষয়ানাংগ্রহীতৃনি শনৈঃপঞ্চেন্দ্রিয়ানিচ॥

ব্রহ্মা, অব্যাকৃত শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত পরমাত্মার নিকট হইতে, অহঙ্কারের পূর্ব্বতত্ব মহৎকে উদ্ধার করিলেন। এই-রূপ মন হইতে যেরূপে মহত্তত্ব পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, মনু তাহা বর্ণন করিয়াছেন। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই স্বত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন কোন বস্তুই অবস্থান করিতে পারে না। ব্রহ্মা, সকল বস্তুকেই ত্রিগুণাত্মক করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

পরে রূপাদি বিষয়ের গ্রাহক চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পায়ু প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উদ্ধার করিলেন।

তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাং।
সন্নিবেশ্যাত্ম মাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥

জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা অনন্ত কার্য্য নির্ম্মাণে বীর্য্যশালী অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রকে তাঁহাদের বিকারে সান্নবেশিত করিয়া সর্ব্বভূতের নির্ম্মাণ করিলেন; অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রের বিকার, পঞ্চ মহাভূত ও অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় সকল, পরস্পর সংযোগে শরীররূপে পরিণত হইয়া তাহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইল।

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মা স্তস্যেমান্যা শ্রয়ন্তিষট্।
তস্মাচ্ছরীর মিত্যাহু স্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিনঃ॥

যেহেতু তন্মাত্র ও অহঙ্কার এই ছয়টী প্রকৃতিতে ব্রহ্মমূর্ত্তির সূক্ষ্ম অবয়ব হইয়া মহাভূত ও ইন্দ্রিয়রূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; তজ্জন্য পণ্ডিতেরা তদীয় মূর্ত্তিকে "ষড়াশ্রয়ন" ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া শরীর বলিয়া থাকেন।

তদা বিশন্তিভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ।
মন শ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যয়ং॥

সেই সর্ব্বভূতস্রষ্টা সনাতন ব্রহ্ম, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র শরীরে অবস্থান করিয়া মহাভূত আকাশাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া, আকাশাদির কার্য্যের সহিত উৎপন্ন হন। আকাশের কার্য্য অবকাশ দান, বায়ুর কার্য্য বিন্যাসরূপ বহন, তেজের কার্য্য পাক, জলের কার্য্য পিণ্ডী-করণ রূপ সংগ্রহ করণ, পৃথিবীর কার্য্য ধারণ। অহঙ্কারাবস্থিত ব্রহ্ম, মনে আবিষ্ট হইয়া মনের অতীন্দ্রিয় সুখ, দুঃখ, শুভ, অশুভ, সঙ্কল্প প্রভৃতির সহিত সংশক্ত হইয়া, উৎপন্ন হন। মনই এই জগতের কারণ; যেহেতু মন জন্য শুভাশুভ কর্ম্ম হইতে ভোগী, ভোগ্য ও ভোগ এই ত্রিবিধ বস্তু লইয়া জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষানাং মহৌজসাং।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ং॥

পূর্ব্ব প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও তন্মাত্র এই সপ্ত সংখ্যক। এই বীর্য্যশালি সপ্ত সংখ্যক পুরুষের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি হইতে নশ্বর জগৎ জাত হইয়াছে।

আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং সস তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ॥

আকাশের শব্দ গুণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ তেজের শব্দ স্পর্শ ও রূপ. জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, পৃথিবীর শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচগুণ। আকাশ বিকৃত হইয়া বায়ু হইয়াছে, তজ্জন্য বায়ু, আকাশের গুণ শব্দ ও নিজ গুণ স্পর্শ লইয়া দ্বিগুণাত্মক হইয়াছে। এইরূপ বিকারে পূর্ব্বে পূর্ব্বে গুণ প্রাপ্ত হইয়া শেষ বিকার পৃথিবী পঞ্চগুণা হইয়াছে।

সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্যএবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

সেই পরমাত্মা হিরণ্য গর্ভরূপে অবস্থান করিয়া বেদ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া নাম, জাতি, ও কর্ম্ম পৃথক পৃথক রূপে অর্পণ করিয়া সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। যথা; গো জাতির গো, অশ্ব জাতির নাম অশ্ব ইত্যাদি। কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণাদি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি, শূদ্রের দ্বিজাতি শুশ্রূষাদি। কল্পাদিতে প্রথম দেহি হিরণ্য গর্ভ, প্রদীপ স্থানীয় বেদকে আশ্রয় করিয়া এই সুর নর তির্য্যক কীট পতঙ্গাদি সঙ্কুল, বেদ শব্দ প্রতিপাদ্য সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জাত্যনুসারে নাম এবং ক্রিয়া ও বৈদিক্ ও লৌকিক্ ব্যবহার, অর্থাৎ

কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণ ও তন্তুবায়ের বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি বিভাগ সহকারে সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎপ্রাণিনাংপ্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণংসূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং॥

পরে সেই প্রভু ব্রহ্মা কর্ম্ম স্বভাব ইন্দ্রাদি দেবগণ অপ্রাণী পাষাণাদিগণ, সূক্ষ্ম সাধ্যগণ ও সনাতন যজ্ঞ সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋক্‌যজুঃসাম লক্ষণং॥

জগৎকর্ত্তা স্বয়ম্ভু অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, ও সূর্য্য হইতে সামবেদ আকর্ষণ করিয়াছিলেন যজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত বেদত্রয় উদ্ধৃত হইয়াছিল।

কালংকালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমানিচ॥
তপোবাচংরতিঞ্চৈব কামাংশ্চক্রোধমেবচ।
সৃষ্টিংসসর্জ চৈবেমাংস্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃপ্রজাঃ॥

ব্রহ্মা প্রজা সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া সূর্য্যক্রিয়া প্রচয় রূপ কাল, ও কাল বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়নাদি। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র সমূহ, আদিত্যাদি গ্রহ সকল নদী সাগর শৈল উচ্চ নিচ স্থান প্রজাপত্যাদি তপস্যাদি বাণী রতি (চিত্ত পরিতোষ) ইচ্ছা, চিত্ত-বিকার, ক্রোধ, এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখ দুঃখাদিভিঃপ্রজাঃ॥

ধর্ম্ম যজ্ঞাদি, যাহা কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম ব্রহ্মবধাদি, যাহা অকর্ত্তব্য, এইরূপ কর্ম্মের বিভাগ জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পৃথকভাবে বিন্যাস করিলেন। ধর্ম্মের ফল বিশুদ্ধ সুখ, ও অধর্ম্মের ফল কেবল দুঃখ, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভূত পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ দুঃখাদির সহিত, সংযোগ করিয়া প্রাণিগণকে উৎপাদন করিয়াছেন। এই জন্য প্রাণিগণ সুখ, দুঃখ, মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছে।

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমংপ্রভুঃ।
সতদেব স্বয়ংভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

সেই প্রভু প্রথমে, যাহাকে যে কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই প্রাণী নিজ কর্ম্মবলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া সেই কর্ম্মই গ্রহণ করিয়া আসিতেছে; যেমন ব্যাঘ্রাদি জাতি বিশেষ প্রথমে হিংসাত্মিকা হরিণাদি সংহার ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই জাতি বিশেষ, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া নিজ কর্ম্মবশে সেই হিংস্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে, ধর্ম্মাধর্ম্মা বৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎসর্গে, তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥

সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর, হিংসাকর্ম্ম অর্থাৎ মৃগ সংহারাদি, হরিণাদি জন্তুর, অহিংসা কর্ম্ম, বনজাত তৃণাদি ভক্ষণ; ব্রাহ্মণাদির মৃদু, দয়া প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশাদি, ক্ষত্রিয়ের ক্রূর কর্ম্ম রাজ্যরক্ষাদি; ধর্ম্ম ব্রহ্মচারীর গুরু শুশ্রূষাদি, অধর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর মাংস, মৈথুন সেবাদি। ঋত—অর্থাৎ সত্য যাহা দেবাদিতে নিত্য বর্ত্তমান অনৃত মিথ্যা যাহা মনুষ্যে নিয়ত বর্ত্তমান আছে। এই সকলের মধ্যে যাহার যে যে কর্ম্ম, বিধাতা সৃষ্টির আদিতে সেই সেই

কর্ম্ম তাহাদের জন্য বিধান করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া অদৃষ্ট বশে সেই সেই কর্ম্ম স্বয়ং প্রাপ্ত হইতেছে।

যথর্ত্তু লিঙ্গান্যতরঃ, স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে, তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

যেমন বসন্তাদি ঋতু সকল, স্বচিহ্ন চূত মঞ্জরী প্রভৃতি নিজ সময় উপস্থিত হইলেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণও অবসর ক্রমে নিজ নিজ হিংস্রাদি কর্ম্ম সমুদায় প্রাপ্ত হয়।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থংমুখবাহূরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণংক্ষত্রিয়ংবৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তযৎ॥

সেই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, ভূলোকাদি স্থানে প্রজা বাহুল্য কামনায়, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, ও পাদ হইতে শূদ্র, এই চারি বর্ণ উৎপাদন করিলেন। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন তদ্বারা সূর্য্য আপ্যায়িত হইয়া বর্ষণ করিবেন। সেই বৃষ্টি হইতে প্রচুর অন্ন জন্মিলে তদ্বারা প্রজা সকল বৃদ্ধি পাইবে।

সর্ব্বস্যাস্যতু স্বর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরূপজ্জানাং পৃথক্‌কর্ম্মাণ্যকল্পযৎ॥

সেই মহাদ্যুতি ব্রহ্মা, স্বসৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলে পৃথক পৃথক কর্ম্ম বিধান করিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজন দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের জন্য বিহিত হইয়াছে। প্রজারক্ষণ, দান, যজন, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অর্থাৎ নৃত্য গীত বাদ্য বনিতা প্রভৃতিতে, আসক্তি রহিত, এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের জন্য বিহিত হইয়াছে। পশু রক্ষণ দান যজন অধ্যয়ন

বাণিজ্য কুসীদ গ্রহণ (সুদগ্রহণ) এবং কৃষি এই কর্ম্ম গুলি বৈশ্য-দিগের জন্য বিহিত হইয়াছে। অনসূয়া সহকারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ের শুশ্রূষা করাই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম। প্রভু ব্রহ্মা কর্তৃক ইহা আদিষ্ট হইয়াছে।

ঊর্দ্ধং নাভে র্মেধ্যতরঃ পুরুষপরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমন্ত্বস্য মুখমুক্তং স্বযম্ভুবা॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

পুরুষ সর্ব্বাংশে পবিত্র। কিন্তু তাঁহার নাভির ঊর্দ্ধদেশ অতিশয় পবিত্র, এবং তাঁহার মুখ পবিত্রতম। সেই পবিত্রতম মুখ হইতে উৎপত্তি, আর অধ্যাপন ব্যাখ্যানাদি দ্বারা সম্যকরূপে বেদ ধারণ, এই সকল কারণ বশতঃই ব্রাহ্মণগণ সকল বর্ণের প্রভু হইয়াছেন। ব্রহ্মা নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপাদন করিয়াছেন, এই কথার তাৎপর্য্য এই ব্রাহ্মণদিগের মুখে হব্য, অর্পিত হইলে, সেই হব্য, দেবগণ, আর কব্য অর্পিত হইলে, সেই কব্য, পিতৃগণের মুখের কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া, ব্রহ্মার মুখ হইতে উহাদের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি জীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎ সু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ভূতারব্ধ স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ হন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বান্,

বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে জাত কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তদপেক্ষাও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হন।

তথাচ শাতাতপঃ

ব্রাহ্মণাজঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সর্ব্বকামিকং।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥

ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বকামনাপূরক জল রহিত জঙ্গম তীর্থ স্বরূপ, তাঁহাদের উপদেশরূপ পবিত্র জলের সংস্পর্শে, পাপী ব্যক্তিরা ও পবিত্রতা লাভ করে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে প্রস্তুত ক্ষত্রিয় জাতির স্বরূপ ও বৈশ্যাদ্যপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে।

"ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে" এই মন্বাদি সংহিতার ভাব সমালোচনা করিলে, ক্ষত্রিয়েরা, বাহুর কার্য্য লইয়া লোক রক্ষার্থেই বিনির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যায়। ক্ষিতিত্রাণং ক্ষত্রিয়স্য, ক্ষত্রিয়স্য শাস্ত্র নিষ্ঠতা ইতি, এই সকল ঋষি বচন ক্ষত্রিয় স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছে। ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, স্বরূপ ও কর্ম্মাদি পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে পৃথিবী পালনরূপ কার্য্য বিশেষের জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দান মধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥

যজন, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই চারিটী ক্ষত্রিয় জাতির কর্ম্ম; আর শাস্ত্রের দ্বারা গৌণভাবে জীবিকা ও প্রাণিগণের রক্ষা করাই প্রধান বৃত্তি।

তথাচঅত্রিঃ

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা

ন্যাযেন কোষস্যচ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।

অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষা

পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাং॥

দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায়ানুসারে ধনাগারেব বর্দ্ধন, অর্থিজনের পক্ষে অপক্ষপাত, রাজ্য রক্ষা, রাজাদিগের সম্বন্ধে এই পাঁচটি যজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে।

তথাচ গৌতমঃ

রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাঞ্চ ন্যায্যংদণ্ডত্বং বিভৃযাৎ॥

রাজার প্রজারক্ষাই প্রধান কার্য্য, সমস্ত প্রাণীকে উচিত দণ্ড-বিধান করিয়া, রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রস্তাবেহারীতঃ

রাজ্যস্থক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেন পালয়ন্।

কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যক যজেদ্ যজ্ঞান্ যথাবিধি॥

দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধি সমন্বিতঃ।

স্বভার্য্যানিরতো নিত্যং ষড্ভাগার্হঃ সদানৃপঃ॥

নীতি শাস্ত্রার্থকুশলঃসন্ধি বিগ্রহ তত্ত্ববিৎ।

দেব ব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্য পর স্তথা॥

ধর্ম্মেন যজনং কার্য্য মধর্ম্ম পরিবর্জ্জনং।

উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেব মাচরণ্॥

ক্ষত্রিযগণ রাজ্যস্থই হউন, বা নাই হউন, তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক অধ্যয়ন, যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণগণকে দান

এই সকল কার্য্যে রত থাকিয়া ষড়ভাগ গ্রহণ, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞান দেব ব্রাহ্মণে ভক্তি, সন্ধি বিগ্রহে নৈপুণ্য পিতৃকার্য্যে তৎপরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, অধর্ম্ম বর্জ্জন, এই সকল কর্ম্ম অবলম্বন করিলে পরম পদাদি লাভ করেন।

ক্ষত্রিয় জাতি, এই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, লোক রক্ষণে নিরত হইয়া, সেই স্বয়ম্ভু পিতামহ ব্রহ্মার, উদ্দেশ্য পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ক্ষত্রিয় জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্ত ঘটিয়াছে, যেহেতু ক্ষত্রিয়দিগের আর রাজ্য নাই প্রজাপালনাদিরূপ আচার নাই, এবং ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম ক্রিয়া কলাপ নাই, এই সকল হেতু অবলম্বন করিয়া আধুনিক স্মার্ত্ত মহোদয়-গণ নবীন সংগ্রহকার মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টা-চার্য্যের সূক্ষ্ম মীমাংসার সূক্ষ্মতর ভাব সমালোচনা না করিয়াই কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ইত্যাকার সিদ্ধান্তানুগত শব্দে, দশদিক নিনাদিত করিতেছেন। এক্ষণ কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি আছে কিনা ইহা আর্য্য শাস্ত্রের মুক্তদ্বারে প্রবেশ করিয়া সকলেরই দেখা উচিত, এই বিবেচনায় উক্ত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই-লাম। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়, কি অভিপ্রায়ে কলিযুগে ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন, সেই মীমাংসার কেবল বাহ্যভাব সমালোচনা করিয়াই, অনেকে ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ইত্যাকার কুতর্কান্ধকারে, সাধারণের নির্ম্মল অন্তঃকরণকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্মভাব সমালোচনা করিয়া উক্ত কুতর্কান্ধকার একেবারে বিদূরিত ও সাধারণ চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত, এই মীমাংসা রবি সমু-দিত হইতেছে। কলিতে ক্ষত্রিয় জাতির সত্তা প্রতিপাদিত হইলে উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে "কলিতে ক্ষত্রিয়ই নাই তবে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি কিরূপে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইবে"

এই আপত্তি কখনই অভিমুখীন হইতে পারিবেনা এক্ষণ দেখা যাউক মহা মহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কি বলিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব স্থাপন।

ইদানিন্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃশলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনতু। অতএব বিষ্ণুপুরাণং মহানন্দি সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোহতি লুব্ধো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরামইবাপরোহখিল ক্ষত্রিয়ান্ত কারী ভবিতা ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তি তেন মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈবাম্বোষ্ঠাদীনামিতি প্রসঙ্গা দুক্তং॥

এক্ষণকার অর্থাৎ কলিযুগের ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব বলিতেছেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংস্কারাদি ক্রিয়া লোপ এবং ব্রাহ্মণ সকলের অদর্শন হেতুক ক্ষত্রিয়গণ শূদ্র হইয়াছেন॥ এই, মনু বচনের স্থূলার্থ।

বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী কথিত হইয়াছে। মহারাজ মহানন্দী, শূদ্রা রমণীতে কামাচারী হইয়া মহাপদ্মো নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি অত্যন্ত লোভযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায়, সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবেন।

তদনন্তর শূদ্রগণ রাজা হইবেন, এই হেতুক মহানন্দী পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন। সেই প্রকার বৈশ্য এবং অম্বোষ্ঠ প্রভৃতিরও ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। এই পূর্ব্বোক্ত বচন এবং সুত্র ও চূর্ণকের স্থূলার্থ॥

ইহার তাৎপর্য্যাবধারণ করাই নিতান্ত আবশ্যক। স্থূল ব্যাখার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা সমূহ কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেই বুঝিতে

পারা যায়। দুঃখের বিষয়, সেই আলোচ্য বিষয় সকল সমালোচনা না করিয়া অনেকেই একেবারে ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয় নাই, স্মার্ত্ত বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় নাই, তবে কখনই ক্ষত্রিয় নাই, এই প্রকার মিথ্যা বিবাদ করিয়া কালক্ষয় করিয়া থাকেন। এমন কি ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব বিষয়ক কথা কহিলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। যাহা হউক, সম্প্রতি বচনগুলির তাৎপর্য্য এবং মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। মনুবচনের ভাব টীকায় বিবৃত হইয়াছে। যথা

ইমা বক্ষ্যমানাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থংদর্শনাভাবেনচ শনৈঃ শনৈ র্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ॥

মহর্ষি মনু মহাশয়, বচনে ইদম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইদম শব্দ দ্বারায় অগ্রস্থিত ব্যক্তিগণেরই বোধ করায়, যাবৎ ক্ষত্রিয়কে কখনই বুঝাইতে পারে না। ইহারা ভদ্রলোক বা ইহারা বীর পুরুষ, ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে যেমন, পৃথিবীস্থ মনুষ্যই ভদ্র হইতে পারে না, বা পৃথিবীস্থ পুরুষই বীর হইতে পারে না, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারায় সঙ্কেতিত ব্যক্তিগণের উপরই, ভদ্রত্ব বা বীরত্ব প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ এই সকল ক্ষত্রিয় শূদ্র হইয়াছে বলিলেও কতকগুলি ক্ষত্রিয় মাত্র বোধ হয়, ইদম শব্দ দ্বারা ব্যাপকার্থ বোধ কখনই হইতে পারে না। সর্ব্বতোভাবে ব্যাপকার্থ বোধক সর্ব্ব শব্দই কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়া ব্যাপ্তর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা স্বয়ং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। যথা

মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি, বায়ব্যং শ্বেতং ছাগল মালভেত।

এই উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত, সর্ব্ব শব্দকে সঙ্কোচ করিয়া বৈধাতিরিক্ত হিংসাভাব অর্থ করিয়াছেন। এবং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী এই স্থলে, কেশাদি ভিন্ন অপরাঙ্গের শুক্লত্ব

কীর্ত্তন করিয়া ব্যাপক সর্ব্ব শব্দকে সঙ্কুচিত করিতে হয়। তখন ইদম্ শব্দ যে কখনই ব্যাপক হইতে পারে না, ইহা সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য সন্দেহ নাই। এই অভিপ্রায়েই কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, "ইমা বক্ষ্য মানাঃ।" অর্থাৎ বক্ষ্যমান পরশ্লোকোক্ত ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। সেই শ্লোক এই।

পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

এই সকল দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ, উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ এবং যাজনাধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত, ব্রাহ্মণগণের দর্শনাভাব হেতু, ক্রমশঃ ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের ভাবার্থাবলোকন করিলেও যাবদীয় ক্ষত্রিয় যে শূদ্র হইয়াছে, ইহা প্রকাশ হয় না। কারণ তিনি বলিয়াছেন, "পরশুরামইবাপরোখিল ক্ষত্রিয়ান্ত কারীভবিতা।"

মহাপদ্মোনন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায়, যাবদীয় ক্ষত্রিয়গণের সংহারকারী হইবেন। মহর্ষি বেদব্যাস, যখন পরশুরামের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে, মহাবল পরশুরাম, যৎকালে ক্ষত্রিয় নিধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তখন একবারেই ক্ষত্রিয় বংশের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, যুবা, যাবৎ বধ করিয়াছিলেন এমন নহে। তবে যুদ্ধ বিশারদ প্রধান, প্রধান, ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ মহাপদ্মোনন্দও বীর শ্রেণীস্থ যুদ্ধ বিশারদ ক্ষত্রিয় সকলকে সংহার করিয়া, সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এবং তদবধি শূদ্রগণ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিল। এই বচনের তাৎপর্য্যার্থ।

"অতঃপরং শূদ্রাভূপালাঃ ভবিষ্যন্তি।"

এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, মহানন্দী পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, তদনন্তর ভূপাল অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ, শূদ্র হইবেন। এই প্রকার অর্থ কতদূর সুসঙ্গত হইতেছে দেখা কর্ত্তব্য। ভূপাল শব্দের যোগার্থ দ্বারায় রাজাদিগকেই বোধ করায়। যদি সাধারণ ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করাই, ঋষির উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে "শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়া ভবিষ্যন্তি" এইরূপ বলিতেন। অতএব ইহার তাৎপর্য্য মহানন্দী পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা ছিলেন। তদনন্তর শূদ্রগণ ভূপাল অর্থাৎ রাজা হইবেন। এই অর্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ স্মার্ত্ত মহাশয়ের অন্য লিখনের সহিৎ দুর্ব্বার বিবাদ উত্থিত হইবে। যিনি অস্মদ্দেশের বিবদমান শাস্ত্রসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মীমাংসক হইতে প্রধানতা লাভ করিয়াছেন। এবং যাঁহার মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বস্ত হইয়া, আমরা সদসৎ বিচারে ক্ষান্ত থাকিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন তাহাই অনুষ্ঠান, যে বিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই ত্যাগ করিয়া থাকি। সেই মহাত্মা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং মূর্ত্তিমান হিন্দুধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এক স্থানে ক্ষত্রিয় নাই, এবং অপর স্থানে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিষয়, বিবৃত করিয়া কি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বলিবেন!!! এরূপ কখনই হইতে পারে না। তবে যে তিনি যাবৎ ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা প্রায়িকাভিপ্রায়ে বলিতে হইবে।

এ স্থলে যেমন কলিযুগে সকল ব্রাহ্মণকেই শূদ্রাচারী বলিয়াছেন। তবে কি, ব্রাহ্মণমাত্রেই হীনাচারী হইয়াছেন? তাহা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তবে এইরূপ বলিতে হইবে, প্রায়ই ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের ন্যায় আচার করিয়া থাকেন।

এই নিমিত্ত সেই অভ্রান্ত পুরুষের দ্বিতীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে, সমালোচনা পূর্ব্বক উদ্ধৃত লিখনগুলি সন্দর্শন করা যাউক।

তিনি মলমাসতত্ত্বের প্রতিজ্ঞায় লিখিয়াছেন, "সন্ন্যাস প্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্র বিশোর্ভবেৎ" যদি কলিযুগে একবারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হইয়াছে, তাহা হইলে উহাদের কেন সন্ন্যাস নিষেধ করিতে হইবে, তবে নিশ্চিযই স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত জাতি বর্ত্তমান যুগে বিদ্যমান আছে।

তথাচ মলমাসতত্ত্বধৃতানি অনয়োঃ সন্ন্যাস নিষেধ প্রমাণানি, আশ্রমানাহ পরাশর ভাষ্যে ব্রহ্মপুরাণং। চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ। গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থ্যং ত্রয়োমতাঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি। ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং আশ্রমদ্বিতয়ংবিশঃ। গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ। যত্তু প্রব্রজ্যাব সিতাযত্র ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ। নির্বাসং কারয়েৎ বিপ্রং দানত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োরিতিকাত্যায়নবচনং তৎযুগভেদাদবিরুদ্ধং। অতএব অশ্বমেধং গবালম্বং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং। দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌপঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ইতিকলৌ সন্ন্যাস নিষেধনং ক্ষত্রিয়বৈশ্য বিষয়ং॥

পরাশর ভাষ্যে ব্রহ্মপুরানীয় বচন দ্বারা আশ্রম সকল কথিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম। ইহা ভিন্ন আশ্রম নাই; এতন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত চারিটী আশ্রমেরই অধিকারী; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিনটী আশ্রমের অধিকারী; বৈশ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই উভয় আশ্রমের অধিকারী; শূদ্র একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমকে অতীব আনন্দপ্রদ জ্ঞানে স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। কখনই অপরাশ্রমের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ইহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া

যাইতেছে, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকার নাই। তবে যে কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণই যদি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ আশ্রমান্তর স্বীকার করেন, তাহা হইলে রাজা সন্ন্যাসাশ্রম ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিবেন; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে দাস্য কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, এই প্রকার সন্ন্যাসচ্যুত দ্বিজাতির দণ্ড লিখিয়াছেন। এস্থলে দেখিতে হইবে ব্রহ্মপুরাণ ও কাত্যায়ন উভয়ের মত ভিন্ন হইল। ব্রহ্মপুরাণ একবারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাস নিষেধ করিয়াছেন, কাত্যায়ন সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার দণ্ড লিখিয়াছেন। যদি উক্ত জাতিদ্বয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ একবারে নিষিদ্ধই হইত, তবে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কলিযুগে নিষেধ হইয়াছে! এই হেতু অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস গবাদির মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধকরণ, এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, এই পাঁচটী কর্ম্ম কলিযুগে ত্যাগ করিবে। এই বচনে যে কলিযুগে সন্ন্যাস নিষেধ হইয়াছে তাহাও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের নিমিত্তই জানিতে হইবে। এই সকল বচন দ্বারা ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল; এবং অন্য স্থানে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচ ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা বলিয়াছেন এমন কি যেখানে ব্রাহ্মণের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই স্থানেই ক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন। দেখুন, রঘুনন্দন নবীন সংগ্রহকারী। তাঁহার সংগ্রহ সত্যাদি যুগের নিমিত্ত হয় নাই; কিন্তু কলিযুগের নিমিত্তই হইয়াছে। ইদানীন্তন সংগ্রহ কর্ত্তা যদি ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব স্থির করিলেন তবে আবার ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদির অশৌচ ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা এবং ন্যাস নিষেধ প্রভৃতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

বিশদরূপে ব্যবস্থিত করিলেন কেন? তাহা হইলে পূর্ব্বে যে মীমাংসা স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ কতকগুলি ক্ষত্রিয়, স্বজাতি পরিভ্রষ্ট হইয়া, শূদ্র হইয়াছেন। এই প্রকার প্রায়িকাভিপ্রায়েই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখন। ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ করা উচিত হয় না। অদ্যাপি সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই স্বজাত্যুক্ত অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। শূদ্রবৎ কিছুমাত্রই আচার স্বীকাব করেন নাই। অতএব এই স্থির হইল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সমস্ত জাতিই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবিষয়ের আর অধিক বিচার অনাবশ্যক বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম।

বর্ণ।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ইহারা যৎকালে স্ব স্ব বৃত্তির সহিত ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যথাক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে উহাদের শ্রেণীবিভাগ হয় নাই। ক্রমশঃ ইহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস এবং ভিন্ন আচার অবলম্বন করতঃ নানা শ্রেণীস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ আদিতে এক হইয়াও যেমন কান্যকুব্জ, রাঢ়ী, মৈথিলী বারেন্দ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাধি ধারণ করিয়া পরস্পর সম্পূর্ণ ভেদাভিমান করিয়া থাকেন; এমন কি কেহ কাহারও অন্নাদি ভোজন করেন না, একবারেই যেমন আমরা যে জাতি ইহারা সে জাতি নহে এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণও সৃষ্টি সময়ে এক থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন আচার গ্রহণ করিয়া পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, পুরুলিয়া ক্ষত্রিয়, সাউ

ক্ষত্রিয়, পিড়ুয়াল ক্ষত্রিয় ও উগ্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা শ্রেণী হইয়াছেন। ইহারাও পরস্পর আহার ব্যবহার, কন্যাদান বা কন্যাগ্রহণ কিছুমাত্রই করেন না। এই প্রকার বৈশ্য এবং শূদ্র-দিগেরও ঘটনা হইয়াছে। উগ্র ক্ষত্রিয় জাতিকে সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে পরিগণিত করিয়া কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিবার অভিপ্রায়ে শঙ্কর জাত্যুক্ত প্রমাণাদি উদ্ধার করিতেছি। সুতর্ক দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণিত হইবে এবং ইঁহারা ক্ষত্রিয় জাতি নহেন এ প্রকার ভ্রমও বিদূরিত হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্করবর্ণ অবগত হইতে হইলে অগ্রে বিশুদ্ধ বর্ণাদির লক্ষণ জানিবার আবশ্যক হয়, তজ্জন্য প্রথমতঃ তদ্বিষয়ের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হইতেছে।

যথা মনুঃ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়া চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার বিধান থাকায়, দ্বিজাতি সঙ্গা হইয়াছে। শূদ্র উপনয়ন সংস্কার না থাকায় দ্বিজাতি সংজ্ঞালাভ করিতে পারে নাই। শঙ্কর বর্ণ অশ্বতরের ন্যায় মাতৃপিতৃ জাতি হইতে ভিন্ন, সুতরাং ইহারা কোনও বর্ণেই পরিগণিত হইতে পারে না। তথাপি ইহাদের যে জাতিত্ব কীর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও শাস্ত্রোক্ত জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি জাতি সংস্থান ব্যঙ্গা নহে, অর্থাৎ গবাশ্বাদির ন্যায় অবয়ব সন্নিবেশ দ্বারায় জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য মাত্রেরই হস্তপদাদি অবয়ব সমান, এই হেতু জাতির লক্ষণ মনু হইতেই প্রকাশ হইতেছে।

যথা

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু
আনুলম্বেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়া স্তএবতে
(কু) অত্রচ পত্নী গ্রহনাদন্য পত্নী জনিতানাং
ন ব্রাহ্মণাদি জাতিত্বং ॥

ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র বিবাহিতা অক্ষত যোনী স্বজাতীয় পত্নীতে, অনুলোম দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে এবং ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদিতে জাত সন্তান, মাতা পিতার জাতি-দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই সেই জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (এই বচনে পত্নী শব্দের গ্রহণ হেতুক, অন্যের পত্নীতে উৎপাদিত সন্তানগণ, মাতা পিতার জাতি মধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে না। ইহাই ব্রাহ্মণাদি জাতির লক্ষণ। এই প্রকারে ব্রাহ্মণাদি জাতি চিনিতে হইবে।

স্বজাতীয়া অন্যপত্নীতে উৎপন্ন সন্তানগণ মাতাপিতার জাতি-প্রাপ্ত হইতে পারে না ইহা দেবল ও স্বীকার করিয়াছেন।

যথা

দ্বিতীয়েনতু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাবট ইতিখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মা সজাতিতঃ ॥

দ্বিতীয় পিতৃকর্ত্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতেও যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে শূদ্রা-চারে ব্যাপৃত থাকিয়া অবাবট নামে খ্যাত হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অন্যা ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপন্ন করিলেও সে উপনয়নাদি সংস্কারার্হ হইবে না।

ব্যাসঃ ॥—যেতুজাতাঃ সমানাসু সংস্কার্য্যাস্যুরতোহন্যথা,

স্বজাতীয়া স্ত্রীতে স্বজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তানগণ অন্যপ্রকারে শূদ্রোক্তবিধানে সংস্কার্য্য হইবে।

যাজ্ঞবল্কঃ

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তেহি স্বজাতয়ঃ॥

সবর্ণপুরুষ যদি সবর্ণাস্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করে তবে সেই সন্তান স্বজাতিত্ব লাভ করিবে। ইহা দ্বারা স্বজাতীয়া স্ত্রী মাত্রই প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু তাহার পরই "ভিন্নাস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ" এই কথা বলিয়াছেন অতএব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে স্বয়ং বিবাহিতা সবর্ণাস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান স্বজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে অন্যথা হইবে না।

ইহার দ্বারাও বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে সঙ্কর কদাচই মাতা পিতার জাতি দ্বারা যুক্ত হইতে পারিবে না।

স্ত্রিষ্বনন্তর জাতানাং দ্বিজৈরুৎপাদিতান্সুতান।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃ দোষ বিগর্হিতান্॥

চাতুর্বর্ণ বিবাহ এবং সঙ্কর জাতি।

পূর্ব্বকালে চাতুর্বর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা মন্বাদি সংহিতাকার সকলেই প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বাচৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতঃ।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞস্ত তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

শূদ্র, বিবাহস্থলে স্বজাতি স্ত্রী মাত্রেই বিবাহাধিকারী হইবে। বৈশ্য, শূদ্র এবং বৈশ্য এই দুই বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপর তিন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, চাতুর্ব্বর্ণ কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। এই প্রকার অনুলোম বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও অব্যবহিত বর্ণ জাতীয়া ভার্য্যাতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রিয়া রমণীতে এবং ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রাতে, যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট এবং পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট হইয়া মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা সঙ্কর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের নাম মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত, মাহিষ্য ও করণ। অব্যবহিত জাতীয়া ভার্য্যোৎপন্ন সন্তান-গণ পিতার সাদৃশ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে।

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতন।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্মংবিদ্যাদিমং বিধিং॥
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো-নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্র কন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

এক বা দুই বর্ণ ব্যবহিত ভার্য্যাতে যেমন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাদিগের নামাদি উল্লেখ হইতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন সন্তানগণ অম্বষ্ঠ নাম লাভ করে এবং শূদ্র কন্যায় নিষাদ জাতি উৎপন্ন হয়; ইহারই অন্য নাম পারশব।

ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্র কন্যায়াং ক্রুরাচার বিহারবান্।
ক্ষত্র শূদ্র বপুর্জন্তু রুগ্রোনাম প্রজায়তে॥

ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যায়, ক্রুরচেষ্ট ক্ষত্রিয় শূদ্র উভয় জাতির স্বভাবে মিশ্রিত উগ্র নামক পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল সঙ্কর বর্ণের বৃত্তি উশনা কর্ত্তৃক অভিহিত হইতেছে।

হস্ত্যশ্ব রথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং।
নৃত্য গীত নক্ষত্র জীবনং শল্যরক্ষাচ মাহিষ্যানাং॥
দ্বিজাতি শুশ্রুষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা,
দুর্গান্তপুর রক্ষাচ পারশবোগ্র করণানামিতি॥

মহর্ষি মনু মহাশয় উগ্রজাতির বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা।

ক্ষত্র্যুগ্র পুক্কশানান্তু বিলৌক বধ বন্ধনং।
ধিগ্বনানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনং॥

হস্তি, অশ্ব, এবং রথশিক্ষা মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের কার্য্য নৃত্য গীত বাদ্য এবং অস্ত্রাদি রক্ষা মাহিষ্যজাতির কার্য্য দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা এবং ধনধান্যাদির সংরক্ষণ রাজসেবা, দুর্গ, এবং অন্তঃপুর রক্ষা পারশব উগ্রকরণ জাতির বৃত্তি।

ক্ষত্তা উগ্র ও পুক্কশ এই তিনটী সঙ্কর বর্ণ, রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রজাসমূহের অনিষ্ট নিবারণ জন্য বিল অর্থাৎ গর্ত্তস্থিত সিংহ ব্যাঘ্র মকর কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সকলকে যথেষ্টাচরণ হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য বধ বা বন্ধন করিবে, এই প্রকার বৃত্তি মনু সংহিতায় প্রকাশ হইয়াছে। ঋষিগণ প্রায়ই সঙ্কীর্ণ বর্ণের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৃত্তির উৎকৃষ্টত্ব দেখিয়া জাতির উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব বিবেচনা করিতে পারা যায় না। উশনা উগ্রজাতির প্রতি যে প্রকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে

উক্ত জাতিকে অতীব উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। আর মানবীয় বচন দর্শন করিলে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেখিলে সকলেরই ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। উশনা উগ্রজাতির পক্ষে রাজসেবা অর্থাৎ সম্রাট দিগের আজ্ঞা প্রতিপালনরূপ একটী বৃত্তি স্থির করিয়াছেন মনুও তাহারই অনুরূপ রাজনিয়োগে হিংস্রক জন্তু সকলের বধ ও বন্ধনরূপ বৃত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাদ্বারাও রাজসেবা মাত্র প্রকাশ হইতেছে।

অপিচ।

যদি বৃত্তি দর্শন সর্ব্বত্র বর্ণোৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে হস্তী শিখ্যা বা অশ্ব শিখ্যা বৃত্তি দর্শনে মূর্দ্ধাভিষিক্তকেও অপকৃষ্ট জাতি বলিতে হয়। বস্তুতঃ ইহারা উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পরিগণিত আছেন। সম্প্রতি বক্তব্য অস্মদ্দেশে বহুতর উগ্র-ক্ষত্রিয় বাস করিয়া থাকে, কেহ কেহ ঐ সকল উগ্র-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সঙ্কর প্রকরণোক্ত পূর্ব্ব শ্লোক অর্থাৎ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোক প্রবেশ করাইয়া, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলিও উহাদিগকে অর্পণ করিয়া সঙ্কর বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ের নিরাকরণ মানসে পূর্ব্বোক্ত বচনগুলি উদ্ধার করিয়াছি এবং অপরাপর সংহিতা হইতেও বচন সকল উদ্ধৃত হইতেছে। সদয় হৃদয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক করুণ-নয়নে আলোকিত হইলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

তথাচ জাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌস্মৃতৌ
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃস্মৃতঃ ॥

ক্ষত্রিয় পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্য রমণীতে মাহিষ্য এবং

শূদ্রা স্ত্রীতে উগ্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে কবণ জাতিব উৎপত্তি হইয়াছে এই বচনে কেবল উগ্র বলিয়াই প্রকাশ হইয়াছে।

তথাচ আপস্তম্ভঃ॥

অনুলোমানন্তরৈকান্তর দ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ।
সবর্নাম্বষ্ঠোগ্র নিষাদ দ্যোষন্ত পারশবাঃ॥

এ সূত্রে কেবল উগ্র শব্দ প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাব বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন।

প্রথম আপত্তি খণ্ডন।

সম্প্রতি উগ্র-ক্ষত্রিযগণ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয এই বিষয়টী প্রমাণ করিবাব নিমিত্ত পাঞ্চাঙ্গিক অরিকবণ অবলম্বন কবিতেছি।

পঞ্চাঙ্গো যথা।

বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষ স্তথোত্তরং।
নির্ণয় শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধি করণং স্মৃতং॥

কোন বিচার্য্য বিষয় নির্ণয করিতে হইলে প্রথমতঃ বিচাবার্হ বাক্যোত্থিত হইয়া থাকে। তদনন্তব সংশয় উপস্থিত হয়, অনন্তব প্রকৃতার্থ বিবোধি তর্করূপ পূর্ব্ব পক্ষ হইযা থাকে, অনন্তব বাদি নিরাস রূপ সিদ্ধান্ত হইযা থাকে, অনন্তব বিচাবার্হ বাক্যেব যথার্থ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় দ্বাবা প্রকৃত বিষয সংস্থাপিত হয়। এইরূপ পঞ্চাঙ্গ অবলম্বন করিয়া, উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতির বিশুদ্ধ

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনেচ্ছায় প্রথমতঃ বিচারার্হ বাক্য সংস্থাপন করিতেছি।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতি কি? এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইতেছে। যাহারা উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির ব্যবহার করিয়া থাকে. তাহারাও কি ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং শূদ্রা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বা অন্য শ্রেণীস্থ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই হইবে ইহা সম্পূর্ণ সংশয় হইতে পারে। এই প্রকার সংশয় স্থলে পূর্ব্ব পক্ষ (প্রকৃতার্থ বিরোধী তর্ক) উত্থিত হইতেছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাদিগের যাবদীয় স্মৃতি গ্রন্থেই উগ্র শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্ষত্রিয় শব্দের আদিতেও উগ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া, সর্ব্বজন পরিচিত জাতিও লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্কীর্ণ উগ্র শব্দই ক্ষত্রিয় শব্দের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে। কারণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সর্ব্ব প্রকার প্রমাণ হইতে বলবান। শাস্ত্র আমাদিগের প্রতি যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই অবনত মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। অগাধ বোধশালী মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ বেদশাস্ত্রের যাবদীয় গূঢ় তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত ছিলেন। অস্মদাদির ন্যায় সামান্য বুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। তজ্জন্যই জনগণমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ পুরাণ এবং সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, সেই অতি গুহ্য বেদার্থ সকলই শাস্ত্র মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই সেই শাস্ত্র বিশ্বাস করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। সেই পরম কারুণিক ঋষিদিগের দর্শিত পথে, মিলিত দৃষ্টি হইয়া ধাবিত হইলেও পতিত হইতে হইবে না এবং তাঁহাদিগের নিষিদ্ধ পথকে নীবিড় কণ্টকময় জ্ঞানে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

যাহা সৎ বলিয়াছেন তাহাই সৎ, যাহা অসৎ বলিয়াছেন তাহাই

অসৎ বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কারণানুসন্ধানের আবশ্যক নাই। তবে যখন সর্ব্ব শাস্ত্রেই উগ্র বলিয়া শঙ্কর জাতি দেখিতে পাইতেছি। তখন উগ্রক্ষত্রিয়গণই সঙ্কর উগ্র ইহা সংশয় নাই, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত মানসে, দুইটী আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া, শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনরূপ নির্ণীত হইতেছে।

আপত্তিদ্বয় যথা।

উগ্রক্ষত্রিয় নামক কোন সঙ্কীর্ণ বর্ণ আছে? কি সঙ্কর শ্রেণীস্থ উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযুক্ত হইয়া, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সমাজে পরিচিত হইতেছে?

আপত্তি খণ্ডন।

প্রথম পক্ষ কদাচই স্বীকার্য্য হইতে পারে না, কারণ মহাপ্রামাণিক ঋষিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে সঙ্কর বর্ণের নাম প্রকাশ সময়ে সকলেই উগ্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোন ঋষিই উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

যদি একজন ঋষি এক স্থানে ও উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া শঙ্কর মধ্যে গণনা করিতেন, তাহা হইলে যাবদীয় বচনস্থিত উগ্র শব্দকেই, উগ্রক্ষত্রিয় পর বলিতে পারিতাম। কিন্তু মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ভ প্রভৃতি যাবদীয় সংহিতাতেই উগ্র শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সঙ্কর বর্ণ বিবরণীয় গ্রন্থেই উগ্রক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না, মহর্ষি বেদব্যাস ও মহাভারতে "ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়া মুগ্রোভবতি জাতিতঃ" ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে শূদ্র কন্যায়, উগ্র নামে সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয় বলিয়াছেন। তিনিও উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, মনু সংহিতার টীকাকার মহা পণ্ডিত কুল্লূক ভট্ট ও

উগ্র নামে পুত্র জন্মে, এই কথা বলিয়াছেন। যদি ঐ উগ্রই উগ্রক্ষত্রিয় হইবে তাহা হইলে, তিনি টীকায়, যে স্থানে ("উগ্রাখ্যঃ পুত্ত্রোজায়তে") লিখিয়াছেন সেই স্থানে এরূপ না লিখিয়া (উগ্রক্ষত্রিয়াখ্যঃ পুত্ত্রোজায়তে) এইরূপ সন্দেহ নিরাসক বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহই যখন উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া সঙ্কর জাতি স্বীকার করেন নাই, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে, উগ্রক্ষত্রিয় নামে সঙ্কর জাতি নাই, তবে উগ্র বলিয়া যে সঙ্কর জাতি আছে তাহারই সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযুক্ত হইয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এরূপ বলা সম্ভবও হইতে পারে। কারণ ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে উগ্র বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সে শরীরে ক্ষত্রিয় রক্ত, সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান আছে, এবং "বীজস্যৈবতুযোন্যাশ্চ বীজমুৎ কৃষ্টমুচ্যতে" বীজ এবং যোনী এই উভয়ের মধ্যে বীজই প্রধান। শূদ্রা যোনী জাত হইলে ও বীজোৎকৃষ্ট নিবন্ধন, ক্ষত্রিয় জাতি ব্যবহার হইতে পারে, এই প্রকার বচন এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া সঙ্কর উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ যোগ করায়, কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ পথের অনুসরণ করাও নিতান্ত ভ্রমজনিত জানিতে হইবে। কারণ বীজ ও যোনির মধ্যে বীজ প্রধান, এই মনুবচনের ভাব অবলম্বন করিয়া সঙ্কর উগ্রশব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ সংযোগ করা যাইতে পারে না। যে হেতু বচনটী শঙ্কর প্রকরণে উক্ত হয় নাই। কিন্তু দায়ভাগপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দায়ভাগীয় বচন শঙ্করে আনিতে পারে না। "প্রকরণান্যত্বে প্রয়োজনান্যত্বং" এই জৈমিনী সূত্রের তাৎপর্য্য এক প্রকরণীয় বচন অন্য প্রকরণে যাইতে পারে না। ঐ বচন দায়ভাগে বিস্তার হইয়াছে। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ভাবপ্রকাশ করিতেছি। অপুত্রক ধনাধিকার স্থলে "পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পর্য্যন্তাভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী হয়, পত্নী না

থাকিলে দুহিতা, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদনন্তর মাতা ধনাধিকারিণী হয়। এই স্থলে ঋষি পিতরৌ এই পদপ্রয়োগ করিয়াছেন। পিতরৌ এই পদটী একশেষদ্বন্দে মাতাচ পিতাচ এই প্রকার বিগ্রহ হইয়া মাতৃশব্দের লোপ হইয়া, পিতৃ শব্দেই দ্বিবচন থাকায় মাতা এবং পিতা এই উভয়কেই বোধ করায়, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে মাতা অগ্রে ধনাধিকারিণী হইবেন, না পিতা অগ্রে ধনাধিকারী হইবেন, না উভয়ে এককালেই অধিকারী হইবেন। এইরূপ নানা বিবাদ হইতে পারিত, তজ্জন্য ঋষি উক্ত বচনের দ্বারা মীমাংসা করিলেন, বীজ এবং যোনির মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট। অতএব বীজ প্রাধান্যতা হেতু পিতা অগ্রে পুত্রধন অধিকার করিবেন, অনন্তর মাতা অধিকারিণী হইবেন। অতএব এই দায় ভাগীয় বচন এস্থলে আসিতে পারে না। এবং অনুলোমজাত শঙ্করবর্ণে পিতৃরক্ত থাকিলেও মাতৃজাতি ব্যবহার হইবে, ইহা মহর্ষি মনু স্বীকার করিয়াছেন।

তথাচ মনুঃ॥

পুত্রা যেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেনোক্তাদ্বিজন্মনাং।
তাননন্তর নাম্নস্তু মাতৃদোষাৎপ্রচক্ষ্যতে।

কুল্লুক। মাতৃ দোষাদিতি হেতূপন্যাসাৎ অনন্তর গ্রহণ মনন্তর বচ্চৈকান্তর দ্ব্যন্তর প্রদর্শনার্থং যে দ্বিজাতীনা মনন্তরৈকান্তর দ্ব্যন্তর জাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যে নোৎপন্নাঃ পুর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রা স্তানহীন জাতি মাতৃদোষান্মাতৃ জাতি ব্যপদেশানাচক্ষতে মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত শঙ্কীর্ণ জাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতি ব্যপদেশ কথনং মাতৃ সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, অনুলোম বিবাহ দ্বারা অনন্তর,

বা স্বান্তর জাতি স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা মাতার হীন জাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়া মাতৃ জাতিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা রমণীতে ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা বা শূদ্রাতে বৈশ্য, শূদ্রস্ত্রীতে ; এবং ব্রাহ্মণ, শূদ্র স্ত্রীতে ; যে সমস্ত সন্তানগণ উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহারা কোন্ জাতি হইবে, এই প্রকার সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ইহাদের পিতা উৎকৃষ্ট জাতি, এবং মাতা হীন জাতি, ইহারা অশ্বতরের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী কোন জাতিই হইতে পারে না। তাহা হইলে শঙ্করবর্ণের, যাবদীয় বৈদিক কর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়া উঠে। কারণগর্ভাধান হইতে অন্তেষ্টি পর্য্যন্ত ক্রিয়া এবং তদুপযুক্ত মন্ত্রাদি, চাতুর্ব্বর্ণের নিমিত্তই হইয়াছে। এই নিমিত্তই শাস্ত্র কর্ত্তাগণ অনুলোম শঙ্কর বর্ণকে, হীনজাতীয় মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া,মাতৃজাত্যুক্ত অর্থাৎ মাতা যে জাতি, সেই জাতির যে প্রকার ক্রিয়া কলাপ বা অশৌচাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাতেই অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে শঙ্কর শ্রেণীস্থ উগ্র শব্দের সহিত কখনই ক্ষত্রিয় শব্দ সংযোগ হইতে পারে না। কারণ উগ্রজাতি ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং শূদ্র স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে। একান্তর শঙ্কর, এস্থলে মাতৃজাতি ব্যবহার করাই মনুর অভিপ্রায়, ইহারও মাতা শূদ্রা সুতরাং ইহারা শূদ্রই হইতে পারে কদাচই ক্ষত্রিয় বলিবার অধিকারী হইতে পারে না। বরং উগ্রশূদ্র বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ বলাও কুত্রাপি শঙ্করে প্রচলিত নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রায় শঙ্কর জাতিতেই পরিপূর্ণ। ঋষিগণ শঙ্কীর্ণ ব্যক্তিদিগের যে যে নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই সেই সেই নাম বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকে কেহই মাতা বা পিতার জাতির উল্লেখ করিয়া, পরিচয় প্রদান করে না। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যায় অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি হই-

য়াছে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য কিছুই উল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান করে না। অম্বষ্ঠ মাত্রই বলিয়া থাকে। ক্রিয়াদি করিবার সময় বা অশৌচাদি ব্যবহার কালে, বৈশ্য কন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, বৈশ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যায়, নিষাদ জাতির উৎপত্তি হয়, নিষাদ কখনই নিষাদ ব্রাহ্মণ, বা নিষাদ শূদ্র বলিয়া, পরিচিত হয় না। জাতীয় পরিচয় প্রদান সময়ে আমরা নিষাদ এই প্রকার বলিয়া থাকি। বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান কালে মাতৃ জাত্যুপদিষ্ট মন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ যাবদীয় শঙ্কর জাতিরই রীতি। কিন্তু একমাত্র উগ্র জাতিই যে, শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন বা আচারোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, শঙ্কীর্ণ উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযোগ করিয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে ইহা কদাচই সম্ভব নহে। তখন নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া একটী ক্ষত্রিয় জাতি আছে। অপিচ এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উপনয়ন সংস্কার আছে। ইহারা যজ্ঞ সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু শঙ্কর উগ্র হইলে কখনই যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারী হইত না। কারণ তাহাকে শূদ্রাচারী হইয়া থাকিতে হইত। এ বিষয় মনুই প্রমাণ করিয়াছেন। যথা ॥—

স্বজাতিজা নান্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্ত সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃস্মৃতাঃ ॥

কুল্লূক।

দ্বিজাতীনাং সমান জাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং মেবংষট্ পুত্রাঃদ্বিজ ধর্ম্মাণঃ উপনেয়াঃ ॥

যে পুণরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণোঃ নৈষামুপনয়ন মস্তি ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি উপনীত হইয়া, দ্বিজাতি সঙ্গাপ্রাপ্ত হয়। ইহারা সবর্ণা পরিনীতা ভার্য্যায় যে সকল পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্র ক্ষত্রিয়ের ঔরস পুত্র ও বৈশ্যের ঔরস পুত্র এই তিনটী এবং ঐ দ্বিজাতিগণ অনুলোম বিবাহ দ্বারায় বিবাহিত অনন্তর বর্ণ ভার্য্যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইহতে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে যে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয় উভয় প্রকারে ষট সংখ্যক পুত্র. দ্বিজাতি ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য তাহারাই উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। অনন্তর স্ত্রীজাত পুত্রগণ অনন্তর নামপ্রাপ্ত হইবে এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; এবং তাহার দ্বারাও মাতৃ-জাতিতে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে ইহাও প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে যে পুনর্ব্বার এরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য যদি কাহারও এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, অনন্তর জাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ অনন্তর জাতিতে ব্যবহৃত হইবে, তাহাদের সংস্কারাদিযে মাতৃ জাত্যুক্ত বিধানানুসারে করিতে হইবে; তাহা ঋষি প্রকাশ করেন নাই, সেই ভ্রম নিরাশ জন্যই দ্বিজাতি অনু-লোম বিবাহ দ্বারা দ্বিজাতি কন্যায় উৎপাদিত সন্তানগণকে দ্বিজাতি বিহিত সংস্কারাদি করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারাও বিশেষরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, উগ্র, শূদ্রা গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং উগ্রোচিত কর্ম্মই করিতে পারিবে, যজ্ঞসূত্র কদাচই ধারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় উগ্র ক্ষত্রিয় জাতি, অনন্ত কাল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছে। প্রতিলোম জাত অর্থাৎ হীন জাতীয়, পুরুষ কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট জাতীয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদিত পুত্রগণ, দ্বিজাতি কন্যায় জন্ম গ্রহণ করি-

লেও শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ক্ষত্রোচিত ক্রিয়াকলাপ অশৌচাদি ব্যবহার করিবেন। উপনয়ন সংস্কার যোগ্য হইতে পারিবে না। স্থূল কথা অনুলোমজ শঙ্কর মাতৃজাতি ও প্রতিলোমজ মাত্রই শূদ্র জাতি নির্দ্দিষ্ট পথের অনুগামী হইবে। উভয়ের মধ্যে কেহই একবারে সেই সেই জাতি হইতে পারিবে না। এই সমস্ত সযুক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তিদ্বয় (উগ্র ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন শঙ্কর বর্ণ আছে কি শঙ্কর শ্রেণীস্থ উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযুক্ত হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় জাতি প্রকাশ হইতেছে”) একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল। একটীও স্বীকার্য্য হইল না। এবং আচার ব্যবহার দেখিলে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় ভিন্ন কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই প্রকার বিরোধ স্থলে ব্যবহারকে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যে হেতুক মনু মহাশয়ই বলিয়াছেন “ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে” ব্যবহার বলবান্ প্রমান্ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মও অবগত হওয়া যায়। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যাবদীয় বৈদিক কর্ম্মই ক্ষত্রিয়োচিত করিয়া থাকে। দ্বাদশাহ অশৌচ ব্যবগার, ক্ষত্রিয়োচিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহার, তাতৃবর্ম্মান্ত নামোচ্চারণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। শঙ্করবর্ণ অদ্য কি কল্য সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ নহে যখন স্ব স্ব বৃত্তির সহিৎ চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে; তখনই উক্ত চাতুর্ব্বর্ণের পরিচর্য্যা; এবং অপরাপর বৃত্তিব অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত, অনুলোম এবং প্রতিলোম শঙ্কর জাতি সকল সৃষ্ট হইয়াছে। এবং তৎকালাবধি শঙ্কর বর্ণ নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেহ ক্ষত্রাচার কেহ বৈশ্যাচার অর্থাৎ অনুলোমজ শঙ্কর যে জাতীয় মাতৃগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সেই জাত্যুক্ত আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। উগ্র ক্ষত্রিয়গণও অদ্য বা কল্য ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে,

এমত নহে। ইহারাও অনন্ত কালাবধি উক্ত ব্যবহার করিতেছে। যদি এই উগ্র ক্ষত্রিয় জাতি শঙ্কর উগ্রই হইত, তাহা হইলে তৎকালে এরূপ আচার করিতে কখনই পারিত না। কারণ তত্তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের শাস্ত্রানুসারে প্রজাশাসন ছিল; এবং মহামহোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণও ছিলেন। কাহারও যথেচ্ছাচরণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অন্যের ধর্ম্ম অন্যে গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ রাজশাসন দ্বারায় শাসিত হইতে হইত ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য হইবে।

তথাচ মনু ॥

যোলোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥
বরং স্বধর্ম্মো বিগুণঃ ন পারক্য স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেন জীবন হি সদ্যঃপততি জাতিতঃ॥

যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট জাতি হইয়া, উৎকৃষ্ট জাত্যুক্ত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে॥ রাজা তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। যে হেতু স্বজাতীয় ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্য জাতীয় ধর্ম্ম, সম্পূর্ণ হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না। হীন জাতি উৎকৃষ্ট জাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই পতিত হইবে, এই সমস্ত পূর্ব্বাপর ভাব সমালোচনা করিয়া দেখিলে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ইহা অনিচ্ছাতেও স্বীকার করিতে হইবে॥

২য়। আপত্তি খণ্ডন।

সম্প্রতি উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি উত্থিত হইতেছে। যদি এই জাতি শঙ্কর শ্রেণীস্থ না হইয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই হইবে, তাহা হইলে ইহারা জাতীয় পরিচয় প্রদান সময় বা লেখ্য পত্রাদিতে জাতি লিখিবার সময়, কি নিমিত্ত নির্বিশেষন ক্ষত্রিয় শব্দ না লিখিয়া বা না বলিয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন বা লেখ্য পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বা অন্য ক্ষত্রিয়গণ যখন সামাজিক নিয়মানুসারে জাতীয় পরিচয় দানে বাধ্য হইয়া থাকেন তখন জাতি জিজ্ঞাসুর প্রতি উত্তব প্রদান সময়ে ব্রাহ্মণগণ আমবা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, ক্ষত্রিয়গণও আমরা ক্ষত্রিয় এই প্রকাব প্রথমতঃ পরিচয় দিয়া থাকেন। অনন্তর আপনারা কোন ব্রাহ্মণ বা কোন ক্ষত্রিয় এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ি বৈদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি সবিশেষণ উত্তর কবিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়-গণ ও পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয়, পুরুলিয়া ক্ষত্রিয় ও সাউক্ষত্রিয় প্রভৃতি সবি-শেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণাদির ন্যায় পরিচয় না দেওয়াতে, অন্য জাতি বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তর, পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, যখন সযু-ক্তিক প্রমানাদি দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতি পাদন হইয়াছে, তখন এই উগ্র শব্দ যে শঙ্কর উগ্র নহে, কিন্তু অন্য কোন কারণ বশতঃ উগ্রক্ষত্রিয় সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইয়াছে, তথাপি যদি কেহ এই উগ্রশব্দকে শঙ্কর উগ্রই বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ উগ্রই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় নামে

অভিহিত হইতেছে। নতুবা ক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহার কদাচই হইতে পারিত না। প্রতিবাদী কর্তৃক এরূপ বিবাদ সমুত্থিত হইলেও আমাদের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারিবে না, বরং পক্ষসমর্থনই হইতেছে। যে হেতুক উক্ত জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করাই আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বক্তব্য, যদি এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশেষণ উগ্রশব্দ, শঙ্কর উগ্রই হয়, তাহা হইলে শঙ্কর উগ্র, কি প্রকারে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইল, এবং প্রক্রিয়াই বা কি প্রকার? এ বিষয়গুলি জানিবার নিমিত্ত পাঠকের সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতে পারে, তজ্জন্য শঙ্কর বর্ণের ঐ বীজ জাতিত্বপ্রাপক প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হইতেছে।

বীজ জাতি জ্ঞাপক প্রমাণ।

আদিতে উগ্র থাকিয়া পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এই পক্ষ অবলম্বন করিলে, উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মূল ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং বিবাহিতা শূদ্রা শঙ্কর হইলেই যে একেবারে অপকৃষ্ট হয় এরূপ নহে। চাতুর্ব্বর্ণ কর্তৃক শঙ্কর বর্ণ উৎপন্ন না হইলে সংসার উৎসন্ন প্রায় হইয়া উঠিত, তজ্জন্যই ঋষিগণ অনুলোমে চাতুর্ব্বর্ণের বিবাহ প্রচলন করিয়া, অনুলোমজ শঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ এই উভয় প্রকার শঙ্করের মধ্যে অনুলোমে বিবাহ বিধান থাকায়, দ্বিজাতি কর্তৃক অনুলোম বিবাহ দ্বারায় বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহারাই প্রধান এবং মাতৃ-জাত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদির অধিকারী হইতে পারে। আর প্রতিলোমে পরিণয় বিধি না থাকায় শূদ্র কর্ত্তৃক দ্বিজাতি কন্যায় বা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কন্যায় বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ কন্যায়, কামাচারী হইয়া যে সকল সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকে,

তাহারা স্বীয় স্বীয় মাতৃজাত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু শূদ্র জাতির আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতঃই অনুলোমজ শঙ্করকে উৎকৃষ্ট এবং প্রতিলোমজ শঙ্করকে অপকৃষ্ট বলিয়াছেন। এবং অনুলোমজ শঙ্করগণের নাম অপসদ ও প্রতিলোমজ শঙ্করের নাম অপধ্বংসজ বলিয়াছেন।

তথাচ মনুঃ ॥
বিপ্রস্য ত্রিষুবর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥

(কু)
এতেষট্‌পুত্রাঃ সবর্ণ পুত্র কার্য্যাপেক্ষয়া নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি বর্ণদ্বয় স্ত্রীতে ও বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রীতে যে ছয়টী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, ইহাদের নাম অপসদ অর্থাৎ সবর্ণ পুত্রাপেক্ষায় নিকৃষ্ট ইহার তাৎপর্য্য, সবর্ণা স্ত্রীজাত পুত্রের অভাব হইলে, পর পর স্ত্রীজাত পুত্রগণও পিতার ঔর্দ্ধ দেহিকাদি কার্য্যের অধিকারী হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শঙ্করবর্ণ, কোন বর্ণ মধ্যেই পরিগণিত হইবে না। কেবল সংস্কারাদি বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য মাতৃজাতি ব্যবহার মাত্র করিবে। বস্তুতঃ কোন জাতিই হইতে পারিবে না। ঋষিগণ যখন অনুলোম শঙ্কর বর্ণকে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহাদের অভিপ্রায স্ফুটরূপেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বীজ বা ক্ষেত্র জাতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এরূপ অভিপ্রায় না থাকিলে শঙ্করকে পঞ্চম বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই জন্যই মনু মহাশয়

অনুলোম শঙ্করের পিতৃ জাতিত্ব বা মাতৃ জাতিত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বলিতেছেন। যথা—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীংজাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাৎযুগাৎ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

(কু) ইদানিং সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাস্বিত্যুক্ত লক্ষণ ব্যতিরেকেনাপি ব্রাহ্মণ্যাদি দর্শয়িতুমাহ। শূদ্রাযামিতি শূদ্রাযাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ পারশবাখ্যোবর্ণঃ প্রজায়তে ইতি সামর্থ্যাৎ স্ত্রীরূপঃ স্যাৎ। সা যদি স্ত্রী ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী প্রসূয়তে সা দুহিতরং জনযতি। সাপ্যণ্যেন ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতি দুহিতরমেবজনয়তি সাপ্যেব মেবং সপ্তমে যুগে জন্মনি স পারশবাখ্যোবর্ণঃ বীজ প্রাধাণ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নোতি। আসপ্তমাৎ যুগাদিত্যভি ধানাৎ সপ্তমে জন্মনি ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ॥

এবং পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরীত্যা শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রতামেতি। ব্রাহ্মণোত্র ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়ামুৎপন্নঃ পারশবোজ্ঞেয়ঃ। স যদি কেবল শূদ্রোদ্বাহেনাপরং পুমাং সমেব জনয়তি সোপ্যেবং সপ্তম জন্ম প্রাপ্তঃ কেবল শূদ্রতাং বীজ নিকর্ষাৎ ক্রমেন প্রাপ্নোতি। এবং ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যাচ্চ শূদ্রায়াং জাতস্যোৎ কর্ষাপকর্ষৌ বোদ্ধব্যৌ। কিন্তু জাত্তে রপকর্ষাৎ। জাত্যুৎকর্ষো যুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমে পিবা। ইতি জাজ্ঞবল্ক্য দর্শণাচ্চ ক্ষত্রিয়াজ্জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপ কর্ষৌ জানীয়াৎ বৈশ্যাজ্জাতস্য ততোপ্য পকর্ষাৎ জাজ্ঞবল্ক্যেনাপিবা শব্দেন পক্ষান্তর সংগৃহীতত্বাৎ বৃদ্ধ ব্যাখ্যানুরোধাচ্চ তৃতীয়ে জন্মনি উৎকর্য্যাপকর্ষৌ জ্ঞেয়ৌ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মনেন

বৈশ্যায়াং জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকার্ষপকর্ষৌ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতস্য তৃতীয়ে ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং জাতস্য তৃতীয়এব বোদ্ধব্যৌ॥

পূর্ব্বে সবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ পিতা-মাতার জাতি দ্বারা যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতি হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্রাহ্মণাদি জাতির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে অনুলোমজ শঙ্কর বর্ণও যে পিতৃ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিতে পারিবে, তাহাই কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিত শূদ্রা রমণীতে উৎপন্না কন্যা পারশবী নামে খ্যাত হইয়া থাকে, সেই পারশবী যদি ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা হইয়া কন্যা প্রসব করে এবং ঐ কন্যাও যদি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া কন্যা প্রসব করে, এই প্রকার কন্যা পরম্পরায় সপ্তম জন্মে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, সেই কন্যা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণী হইয়া থাকে। তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে সংকীর্ণ, পারশব, শূদ্রাচারী হইয়াও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে পারে। এই প্রকার সেই পারশব ব্রাহ্মণ, শূদ্র কন্যা বিবাহ করিয়া, তাহাতে যে পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে, ঐ পুত্রও যদি শূদ্র কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্র উৎপাদন করে, এই রীতিতে সপ্তম জন্মোৎপন্ন পুত্র বিশুদ্ধ শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য অনুলোম শঙ্কর বর্ণ, বীজ জাতিত্ব লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে বীজ জাতীয় পুরুষে কন্যা দান কবিয়া কন্যা পরম্পরায় শূদ্র, সপ্তম জন্মে ক্ষত্রিয়, এবং তিন জন্মে বৈশ্য হইতে পারিবে। এইরূপ পুরুষ পরম্পরায় যেমন ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যায় উৎপন্ন পুরুষ, শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া সপ্তম জন্মে বিশুদ্ধ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যায় উৎপন্ন উগ্র নামক শূদ্র পুরুষ, কেবল শূদ্র কন্যা বিবাহ করিয়া সেই কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহারও শূদ্রকন্যার সহিত বিবাহ

ক্রমে, চারিটী কন্যাগত হইয়া পঞ্চমী কন্যায় যে সকল পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা বিশুদ্ধ শূদ্র হইয়া থাকে। এইরূপ পিতৃজাতি ও মাতৃজাতি লাভ করিতে পারিবে বলিয়া ঋষিগণ সঙ্কীর্ণ বর্ণকে, কোন জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন শঙ্কর বর্ণ উক্ত রীতিতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে, এবং বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন সন্তানগণ এই ক্রমে পঞ্চম জন্মে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য হইয়া থাকে ঋষি বচনের মর্ম্ম এই যে অনন্তর একান্তর ও দ্ব্যন্তর শঙ্কর স্থলে ক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম জন্মে পিতৃজাতীয়ে কন্যা দান পরম্পরায় বীজ জাতিত্ব, এবং ক্ষেত্র জাতীয়ে পুত্রের বিবাহ দান পরম্পরায় মাতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন সঙ্কীর্ণ বর্ণ সপ্তম বা পঞ্চম জন্মে উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইবে। যথা

"জাত্যুৎকর্ষো যুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমে পিবা।"

পূর্ব্বোক্ত অনুলোম শঙ্করজাতি মধ্যে যাহারা উক্ত প্রকার পরি-পাটীতে পিতৃজাতিত্ব বা মাতৃজাতিত্ব প্রাপক মন্বাদির পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহারা একেবারেই সেই সেই জাতি হইয়াছে কারণ মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার যে প্রকার প্রকৃতি তিনি সেই প্রকার পথ অবলম্বন করিতে পারিবেন বলিয়াই মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ অনুলোম শঙ্কর বর্ণের নিমিত্ত তিনটী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ পিতৃ জাতিত্বপ্রাপ্ত হইবে; কেহ মাতৃ-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কেহ বা মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। উক্ত পথে পাদক্ষেপ না করিয়া চলিবার উপায় নাই। কোন কোন শঙ্কর ভিন্ন জাতীয় শঙ্করের সহিৎ মিশ্র হইয়া রথকার, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়াছে। যাবদীয় মিশ্র বর্ণের নাম বা উৎপত্তি বিসদরূপে লিখিতে হইলে পুস্তকের আয়তন বিস্তৃত হইয়া

উঠে তজ্জন্য সে সকল বিষয় বলিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। প্রকরণোক্ত উগ্রক্ষত্রিয় দিগের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নেচ্ছায় তাহারই অনুযোগী বচন সকল উদ্ধৃত হইল। অধুনা প্রকৃতবিষয় অনুসরণ করিতেছি। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উঠিয়াছিল (উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া শঙ্করজাতি আছে কি শঙ্কর উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযোগ হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় আখ্যা হইয়াছে।) কিন্তু উভয় আপত্তিই প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। সংপ্রতি যে আপত্তি উঠিয়াছে, (যদি ইহাঁরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই হইবে তাহা হইলে উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়েন কেন? এই আপত্তির সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত মিশ্রবর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষবোধক প্রমাণাদি উদ্ধার হইয়াছে, ঋষি যখন মিশ্রজাতির প্রতি কৌশল ক্রমে এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা যদি উৎকৃষ্ট হইতে চাহ, তাহা হইলে বীজ জাতীয় কন্যাদান ক্রমে পিতৃ স্বজাতীয়ত্ব লাভ কর, আর যদি অপকৃষ্ট জাতি হইতে চাহ, তাহাহইলে মাতৃ জাতীয় কন্যা গ্রহণ ক্রমে মাতৃ স্বজাতীয়ত্ব লাভ কর, আর যদি মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর তাহাহইলে তুমি যে নামীয় শঙ্কর, সেই নামীয় শঙ্করের সহিৎ কন্যাদান বা কন্যাগ্রহণ ক্রমে মধ্যবর্ত্তী হইয়া অবস্থান কর। তখন দেখিতে হইবে উগ্রক্ষত্রিয় জাতীর বিশেষণীভূত যে উগ্র শব্দই হয়, তাহা হইলে আদিতে উগ্র থাকিয়া, উক্তক্রমে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে শূদ্র কন্যায় যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতক গুলি কন্যা হইয়াছিল। পুরুষ দিগের নাম এবং কন্যাগণ উগ্রী নামে খ্যাত হইয়াছিল, সেই উগ্রী বিশুদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া কন্যা প্রসব করিয়াছিল তাহাকে ক্ষত্রিয় পুরুষ বিবাহ করিয়াছিল, এবং ঐ পুরুষ কর্ত্তৃক উক্ত কন্যায় যে কন্যা উৎপন্ন হইল, তাহারও ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হওয়ায়, সেই ক্ষেত্রে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ

করিল, তাহার গর্ভে ক্ষত্রিয় পতি কর্তৃক যে কন্যা উৎপন্না হইল, সেই কন্যা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইল। এবং তাহার পুত্রাদিও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াছে এই ক্রমে উগ্রবর্ণের ক্ষত্রিয় হইবার কিছু মাত্রই আপত্তি থাকিল না। এই ভাবটী উগ্র ক্ষত্রিয় শব্দ দ্বারাও অবগত হওয়া যাইতেছে। "পুর্ব্বকালন্যাপর কালেন" এই কর্ম্ম ধারায় সূত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ব কালের, পবকালের সহিত সমাস হইয়া থাকে। স্নাতানুলিপ্ত এই পদটী প্রযুক্ত হইলে যেমন পূর্ব্বে স্নান করিয়াছে, পশ্চাৎ অনুলেপন করিয়াছে এই প্রকার অর্থ প্রকাশ হয় তদ্রূপ উগ্রক্ষত্রিয় এই পদও পূর্ব্বে উগ্র ছিল পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছে এই প্রকার অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অতএব শঙ্কীর্ণ উগ্র শব্দই ক্ষত্রিয় হইয়াছে, ইহা বলিলেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না। তবে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যদি আদিতে উগ্র থাকিয়া পশ্চাৎ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাদের একাল পর্য্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার কারণ কি। এরূপ আপত্তির উত্তরের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের ততদূর আবশ্যক নাই লৌকিকপ্রমাণে উত্তর হইতে যেমন কোন একটী জলাশয় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ করাইয়াছিল, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণের নাম ধামাদি কিছুমাত্র কেহই বলিতে পারে না, জলাশয় ও বহুজাতীয় ব্যক্তির স্বামীত্বের অধিন হইয়া আসিতেছে, সম্প্রতি যে জাতিই স্বামী হউক না কেন, কোন কালে ব্রাহ্মণের ছিল বলিয়া অদ্যাপি সেই ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী বিলুপ্ত হইতেছে না। এইরূপ নানা লৌকিক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই স্নাতানুলিপ্ত এই পদ দেখাইয়াছি ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। যৎকালে চন্দনাদি দ্বারায় অনুলেপন ক্রিয়া সাধিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বে স্নান ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। এরূপ হইলেও স্নাতানুলিপ্ত প্রয়োগ হইতেছে উক্ত স্থলেও সেইরূপর

জানিতে হইবে। অপিচ পিতাব যে সময় মৃত্যু হয়, সেই সময়ে সকল পুত্রেরই পিতার যাবদীয় সম্পত্তিতে সত্ব হইয়া থাকে। তৎকালে পুত্রদিগেরই ধন হইয়াছে, তাহাহইলেও যতক্ষণ বিভাগ না হইতেছে ততক্ষণ পিতৃধন বলিয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে, পূর্ব্বে ছিল বলিয়া এক্ষণও পিতৃধন বলিয়া কথিত হইতেছে। ইহা মনুই বলিয়াছেন (যথা—"বিভজেয়ু র্ধনং পিতুঃ।" পুত্রগণ পিতার ধন বিভাগ করিয়া লইবেন এইরূপ অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। উগ্রজাতি যৎকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তৎকালে বহুতর ক্ষত্রিয়ের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তাঁহারা উগ্র হইতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে বলিয়া ইহাদের উগ্রক্ষত্রিয় নাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদবধি সেই নাম প্রচলিত আছে।

এইরূপ বলিলে যে জাতিত্বের হানি হইবে, ইহা কদাচই বলা যাইতে পারা যায় না। এই জাতি পূর্ব্বে উগ্র ছিল, পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছে ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ ইহা কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই সত্য, কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে শঙ্কর ইহাই কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যদি মন্বাদি ঋষিগণের প্রমাণ দ্বারা উগ্রজাতিকে শঙ্কর বলা যাইতে পারে, তখন সেই ঋষিগণের প্রমাণ বলেই ক্ষত্রিয় হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

বৃত্তি।

অস্মদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ, কেহই স্বয়ং হল চালনাদি দ্বারা কৃষি কর্ম্মাচরণ করে না। অন্য দ্বারা করাইয়া থাকে, কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়গণ স্বয়ং হল চালনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার একটী আপত্তি হইতে পারে।

তদ্বিষয়ের উত্তরের নিমিত্ত, ক্ষত্রিয় জাতির বৃত্তি সমস্ত সংক্ষেপে মহাপ্রামাণিক মন্বাদি সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

যথা ॥

ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেষুঃ ষট কর্ম্মাণি যথাক্রমং ॥
অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মণঃ।
ষণ্ণান্ত কর্ম্মনামস্য ত্রিনিকর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥
ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥
বৈশ্যংপ্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
নতৌ প্রতিহি তানধর্ম্মান মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥
শস্ত্রাস্ত্র ভৃত্বং ক্ষত্রস্য বণিক পশু কৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দান মধ্যয়নং যজিঃ ॥
বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্যচ রক্ষণং।
বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মষ ॥

ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত সতত ব্রহ্ম চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন। এবং সাঙ্গ বেদশাস্ত্রের অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই ছয়টী কর্ম্মেরই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবেন। এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিত্যানুষ্ঠানের বিষয়। যেহেতু ঋষিগণ এই কর্ম্মগুলিকে স্বকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে অধ্যয়ন, যজন এবং দান, এই তিনটী কর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন পারত্রিক ফল প্রদান করিয়া থাকে, যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির

নিকট প্রতিগ্রহ, এই তিনটী কর্ম্ম ধনার্জ্জনের কারণ হইয়া ঐহিক সুখাদি প্রদান করিয়া থাকে। নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিবেন না। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত এই তিনটী কর্ম্মকেই আশ্রয় করিবেন। ক্ষত্রিয়গণ, অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ, এই তিনটী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিনটী কর্ম্মের অধিকারী হইবেন। বৈশ্য জাতিও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, উক্ত তিনটী কর্ম্মের অধিকারী। এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের, জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কর্ম্ম থাকিল না।

তজ্জন্য উহাদের জীবিকাবৃত্তি স্থির হইতেছে। ক্ষত্রিয় প্রজা পালনের নিমিত্ত খড়্গ এবং ধনুর্ব্বাণাদি ধারণ করিবে। বৈশ্যজাতি জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত, বাণিজ্য এবং পশুরক্ষণ ও কৃষিকর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণের প্রধান জীবিকা বৃত্তি তিনটী হইলেও সাঙ্গ বেদশাস্ত্রের অধ্যাপন দ্বারা যে দক্ষিণা লাভ হয়, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের ও জীবিকার্থ নানা বৃত্তি থাকিলেও প্রজাপালনই প্রধান জীবিকা। এই প্রকার বৈশ্য জাতিও পশুপালনকে জীবিকা বৃত্তির প্রধান জ্ঞানে অনুষ্ঠান করিবে। এইগুলি ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

সম্প্রতি দ্বিজাতিদিগের আপদ্ধর্ম্ম, অর্থাৎ নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, বক্ষ্যমান ধর্ম্মগুলিও অবলম্বন করিবেন।

যথা মনু ॥

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেনকর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেন সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতিচেদ্ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষ মাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং ॥

বৈশ্যবৃত্ত্যাপিজীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপিবা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সাবৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠ ময়োমুখং॥

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহরূপ জীবিকোপায় অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণগণ, যদি কুটম্ব ভরণ করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় কর্ম্ম দ্বারা, অর্থাৎ গ্রাম নগরাদি রক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য নিজবৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে, অনন্তর জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণের অনন্তর জাতি ক্ষত্রিয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিই অবলম্বন করিবেন। উভয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াও যদি কুটম্বাদির ভরণ পোষণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিনটী অবলম্বন করিবেন। এই বচনে ব্রাহ্মণকে স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে টীকা কারকুল্লুক ভট্ট মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

যথা॥

স্বয়ং কৃতশ্চেদং কৃষ্যাদি ব্রাহ্মণাপদ্বৃত্তিঃ।
অস্বয়ং কৃতস্য ঋতা মৃতাভ্যাং জীবেত ইত্যনাপদ্যেব বিহিতত্বাৎ॥

অদ্যাপিও ব্রাহ্মণগণ, স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করিবেন, ইহা বচনে প্রকাশ হইয়াছে, এবং কৃষিকর্ম্ম করা আদেশ থাকাতে স্বয়ং হল চালনাদি করিতে পারিবেন, ইহাও প্রকাশ পাইতেছে; তথাপি ইহা ব্রাহ্মণের সদ্বৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপদ্বৃত্তি বলিতে

হইবে। যেহেতু, অনাপদে ব্রাহ্মণ জাতিকে অন্য দ্বারা, কৃষিকর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন।

তথাচ মনুঃ ॥

অদ্রোহেনৈব ভূতানা মল্পদ্রোহে নবাপুনঃ।
যাবৃত্তি স্তাং সমাস্থায বিপ্রোজীবে দনাপদি ॥
যাত্রামাত্র প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভির গর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধন সঞ্চয়ং ॥
ঋতা মৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতে নবা।
সত্যানৃতাভ্যামপিবা নস্ববৃত্যা কদাচনঃ ॥
ঋত মুঞ্ছশিলং জ্ঞেয় মমৃতংস্যাদ যাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং ॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেনচৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তি রাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

ব্রাহ্মণ, যেমন যাজনাদি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, সেই প্রকার কাহারও পীড়াপ্রদ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, কুটুম্ব পোষণ করিবেন। তাহাতেও যদি অসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ পীড়াপ্রদ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সম্পন্ন করিবেন। ইহাও কেবল প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত, সুখভোগার্থে নহে। যদি অর্থাদি সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দেহের ক্লেশজনক না হয়, এরূপ শাস্ত্রকারদিগের অভিমত, যাজন অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ, বা ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত বৃত্তিদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিবেন। শ্ববৃত্তি কদাচই অবলম্বন করিবেন না। উক্ত বৃত্তি সমূহের মধ্যে ঋত, অমৃত প্রভৃতি বৃত্তিগুলির ব্যাখ্যা না করিলে।

সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না, তজ্জন্য শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইতেছে। অবারিত স্থানে পথে বা ক্ষেত্রে যে সকল ধান্যাদি পতিত হইয়া থাকে, সেই ধান্যাদি হইতে দুই অঙ্গুলি দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম উঞ্ছ; এবং ধান্যাদির মঞ্জুরি হইতে দুই অঙ্গুলি দ্বারা যে যে ধান্যাদি গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম শীল, এই দুইটী বৃত্তিদ্বারা যাহা সঞ্চিত হয়; তাহা সত্যের ন্যায়। তজ্জন্য এই দুই বৃত্তিকে ঋত অর্থাৎ সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও নিকট যাচঞা না করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম অযাচিত। অযাচিতোপস্থিত দ্রব্য, সুধার ন্যায় সুখজনক হইয়া থাকে। তজ্জন্য অযাচিতকে অমৃত বলিয়াছেন। আঢ্য ব্যক্তির নিকট যাচঞা করিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহাকে ভিক্ষা বলা যায়। ভিক্ষা মৃত্যুর ন্যায় পীড়াপ্রদ বলিয়া, ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যকে মৃত বলিয়াছেন। হল কুদ্দালাদির দ্বারা মৃত্তিকা আকর্ষণ করিতে হইলে বহুতর কীটাদির মৃত্যু হইয়া থাকে। তজ্জন্যই কৃষিকর্ম্মকে প্রমৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাণিজ্য কার্য্যে প্রায়ই সত্য মিথ্যা ব্যবহার হইয়া থাকে, তজ্জন্য বাণিজ্যকে সত্যানৃত বলিয়াছেন। আপৎকাল উপস্থিত না হইলে ব্রাহ্মণ কৃষি এবং বাণিজ্য স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ইহা গৌতমও বলিয়াছেন।

কৃষি বাণিজ্যে স্বয়ঙ্কারকৃতে কুসীদঞ্চ পূর্ব্বে "কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং"

এই বচনে ব্রাহ্মণকে স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতে বলিয়াছেন। আর গৌতম অন্য দ্বারা করাইতে বলিতেছেন, উভয় বাক্যের সামঞ্জস্যের নিমিত্ত আপৎকালে স্বয়ং কৃষি কর্ম্ম করিবেন, সর্ব্বদা অন্যের দ্বারা করাইবেন। ইহা মহর্ষি মনু মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইল। শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা, প্রভু যে সময় যে প্রকার আজ্ঞা করিয়া থাকেন,

তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বিলম্ব হইলে ভৎর্সনা করিয়া থাকেন, এই হেতু সেবাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের বৃত্তির ন্যায় বলিয়াই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। বচনগুলির তাৎপর্য্য ব্রাহ্মণ আপৎকালে স্বয়ং হল চালনাদি করিয়াও পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন। অনাপদে অন্য দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবেন। ক্ষত্রিয় কি আপৎ, কি অনাপৎ, উভয় সময়েই আত্মীয় বৃত্তি, প্রজাপালনাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্যাদি বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, কুটুম্বদিগের ভরণ পোষণ করিবেন। ইহাই শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অভিমত। এই জন্য কুল্লুকভট্ট মহাশয় লিখিয়াছেন

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবা বৈশ্য বৃত্ত্যাপি জীবন্
ভূমিষ্ঠ জন্তু হিংসা বহুলাং বলিবর্দ্ধাদি পরাধীনাং
কৃষিং যত্নত স্ত্যজেৎ অতঃ পালনাদ্যভাবে
কৃষিং কার্য্যেতি দ্রষ্টব্যং ক্ষত্রিয়োপি বেত্যুপাদানাৎ
ক্ষত্রিয়স্যাপ্যাত্মীয় বৃত্ত্যভাবে বৈশ্য বৃত্তি
রস্তীত্যবগম্যতে ॥

এই ব্যাখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় জাতি আত্মীয়বৃত্তি অর্থাৎ প্রজাপালনাদির অভাব হইলে, অর্থাৎ ভরণ পোষণোপযুক্ত গ্রাম নগর বা ভূম্যাদি না থাকিলে বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন।

বিষ্ণু সংহিতাতেও প্রমাণ হইতেছে ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ তেষামাদ্যাদ্বিজাতয় স্ত্রয়ঃ তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়া সমূহঃ।

তেষাং ধর্ম্মাঃ ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনং ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিষ্ঠতা বৈশ্যস্য

পশুপালনম্ শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা দ্বিজানাং যাজনাধ্যয়নে অথৈ তেষাং বৃত্তয়ঃ ব্রাহ্মণস্য যাজন প্রতিগ্রহৌ ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণং কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্য কুসীদ যোনি পোষনানি বৈশ্যস্য শূদ্রস্য সর্ব্ব শিল্পানি। আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ। ক্ষমা সত্যন্দমঃ সৌচং দানমিন্দ্রিয় সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানু শরণং দয়াঃ। আর্জ্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং, অনভ্য সূয়াচ তথা। ধর্ম্ম সামান্য উচ্যতে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি উপনীত হইয়া দ্বিজাতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। দ্বিজাতিদিগের গর্ভাধানাদি অন্তেষ্টি পর্য্যন্ত ক্রিয়া সমূহ সমন্ত্রক হইয়া থাকে। ইহাদের বৃত্তি, ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাদি নৈপুণ্যতা, বৈশ্যের পশুপালন, শূদ্রের দ্বিজাতি শুশ্রূষা।

এই ইহাদের উৎকৃষ্ট কর্ম্ম এবং যাগ ও অধ্যয়ন, দ্বিজাতিদিগের সদ্ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ যাজন এবং প্রতিগ্রহ দ্বারা; ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন দ্বারা; বৈশ্য কৃষি কর্ম্ম, গোরক্ষা, বানিজ্য এবং কুসীদ, (সূদগ্রহণ) ও নানাবিধ পশুপালন দ্বারা; শূদ্র যাবদীয় শিল্প কর্ম্ম দ্বারা, ধনাদি অর্জ্জন করিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আপৎকাল উপস্থিত হইলে, পরপর জাতির বৃত্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি, এবং বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি, গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা দ্বারাও ক্ষত্রিয় কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিবে ইহা সম্পূর্ণরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। এবং ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থযাত্রা, দয়া, সরলতা, লোভ শূন্যত্ব, দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির পূজা, চাতুর্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণোজীবেৎ বিষাংবাপ্যাপদিদ্বিজঃ।

আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পুনঃ স্বএব।

কৃষিশিল্পং ভৃতিবিদ্যা কুসীদং শকটং গিরিঃ।
সেবানূপো নৃপোভৈক্ষ্য মাপত্তৌ জীবনানিচ॥

ক্ষত্রিয় আপৎকালে কৃষিকর্ম্ম, শিল্পকার্য্য, বেতন গ্রহণ, সুদ গ্রহণ, শকট বাহন, পর্ব্বতাদি ভ্রমণ করিয়া ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণ, দাসত্ব, এবং ভিক্ষাদ্বারা ধনার্জ্জন করিয়া, আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণ করিবেন। ইহা দ্বারাও ক্ষত্রিয়ের প্রতি কৃষিকর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে। পরাশর সংহিতাতেও ক্ষত্রিয় জাতির কৃষিকার্য্য উল্লে-খিত হইয়াছে।

যথা।

ষট কর্ম্মনি রতোবিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
হলমষ্ট গবং ধর্ম্ম্যং যড়্গাবং মধ্যমং স্মৃতং॥
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষ ঘাতিনাং।
ইত্যুক্ত্বা, ক্ষত্রিয়োহপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্
দেবাংশ্চ পূজয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ, যাজনাদি ষট কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও অন্য দ্বারা কৃষি-কর্ম্ম করাইবেন। ক্ষত্রিয় স্বয়ং হল বাহনাদি সাধ্য কৃষি কর্ম্ম দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেব, ব্রাহ্মণ, যাজনাদি ষট কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও অন্যদ্বারা কৃষি কর্ম্ম করাইবেন। ক্ষত্রিয় স্বয়ং হল-বাহনাদি সাধ্য কৃষি কর্ম্মদ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেব ব্রাহ্মণ, পূজা করিবেন। এই প্রকার বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্রেই লক্ষ্য হইয়া থাকে। যাবদীয় প্রমাণেই প্রায়, এক ভাবাপন্ন। সকল প্রমাণ সন্নিবেশিত

করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, উদ্ধার করিলাম না। পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলে নিশ্চয় বোধ হইবে, ক্ষত্রিয় স্বয়ং হল বাহনাদির দ্বারা কৃষি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না। কারণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র অনাপদে ব্রাহ্মণগণকে অন্য দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইতে আদেশ করিযাছেন। আপৎ কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিবেন, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণকে, আত্মীয় বৃত্তির অভাব হইলে, কৃষি-কার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অপিচ, ব্রাহ্মণের হলচালনাদি কর্ম্ম করিলেও যখন ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা পাইল, তখন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইবে, ইহা বলা ভ্রম ভিন্ন অন্যরূপ প্রকাশ হয় না। আবও দেখিতে হইবে, কলিযুগের নিমিত্তই ধর্ম্মপ্রকাশক পরাশর মহাশয়; ব্রাহ্মণের পক্ষে “কৃষি কর্ম্মানি কারয়েৎ” এইরূপ নিজন্ত কৃঞ ধাতু প্রয়োগ করিয়া, ব্রাহ্মণকে অন্যদ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবার বিধি দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মনু বচনেও অন্য পদে ব্রাহ্মণগণ অন্য দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবেন, এই প্রকার ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। উভয় বচন সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে পরাশরীয় বচনও অনাপদেই বলিতে হইবে। এবঞ্চ যদি পরাশরীয় বচন অনাপদ বিষয়েই স্থির হইল, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, পরাশর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে “ক্ষত্রিয়োপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান দেবাংশ্চ পূজয়েৎ” এই প্রকার এক কর্ত্তৃত্ব বোধক আনন্তর্য্যার্থ প্রতিপাদক “কৃত্বা” এই পদ প্রয়োগ করিয়া “পূজয়েৎ” ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করিয়াছেন। ইহার ভাব ক্ষত্রিয় অনাপদেও স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিয়া দ্বিজ দেবতা পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়ন করিয়া পূজা করিতেছে, এই পদ প্রযুক্ত হইলে যেমন অন্যেব পুষ্প চয়ন, ব্রাহ্মণের পূজা বা ব্রাহ্মণের পুষ্প চয়ন, অন্যের পূজা, এই উভয়ের একটী অর্থও প্রকাশ হয় না।

কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়নের কর্ত্তা; সেই ব্রাহ্মণই পূজাব কর্ত্তা প্রকাশ হয়; উক্ত স্থলেও সেই প্রকার জানিতে হইবে। অতএব মনু এবং পরাশর কর্ত্তৃক অনাপদেও ক্ষত্রিয় জাতি স্বয়ং কৃষিকার্য্যে আদিষ্ট হইল কিন্তু বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য আপৎ ধর্ম্ম প্রকরণে, ক্ষত্রিয় জাতির স্বয়ং কৃষিকার্য্য স্থির করিযাছেন। এইরূপ ঋষিদিগের পরস্পরের বিরোধ হওয়ায় মীমাংসা জন্য "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" কলিযুগে পারাশরীয় স্মৃতিই প্রধান; এবং বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতায়া সাস্মৃতির্ন প্রনশ্যতে" বেদার্থ তাৎপর্য্যজ্ঞ মনুপ্রণিতা স্মৃতি, সর্ব্বপ্রকাব স্মৃতি হইতে প্রধান। মন্বার্থ বিরুদ্ধাস্মৃতি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং মনু এবং পরাশব যে প্রকার ব্যবস্থা স্থিব করিয়াছেন তাহাই স্বীকার্য্য হইল। তবে বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্কীয় প্রমাণ অন্য যুগীয় বলিয়া রাখিতে হইবে। উক্ত প্রকার চাতুর্বর্ণের ধর্ম্মবৃত্তি স্থির হইলেও কলিযুগীয় মানবগণ, প্রায়ই স্ব স্ব ধর্ম্ম ও বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জীবনোপায় অধ্যাপন, ইহাদ্বারা দক্ষিণাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইয়া থাকে তাহাতেই আনন্দ হৃদয়ে কুটুম্ব ভরণাদি করিবেন। তাহাতেও যদি সংসাব যাত্রা অতিবাহিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে দ্বিজাতিদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি বৈধ কর্ম্মের পৌরহিত্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা লাভ করিবেন, তদ্দ্বারা ও স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া দ্বিজাতি কর্ত্তৃক যে সকল দ্রব্য উৎসর্গ হইয়া থাকে, তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ দান গ্রহণ দ্বারা, স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণ করিবেন। ইহাতেও যদি অনির্ব্বাহ হয় তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি স্বীকার করিবেন। উক্ত বৃত্তিতেও যদি সংসার রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৈশ্যের বৃত্তি পশুপালনাদি কর্ম্ম স্বীকার করিবেন। কৃষি এবং বাণিজ্য অন্য দ্বারা করাইবেন। এই

সমস্ত পর পর জাতীয় জীবনোপায় দ্বারা যদি আত্মীয়বর্গের জীবন রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং হল চালনাদি দ্বারা কৃষি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। কদাচ দাসত্ব কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই দাস্য কর্ম্মকে অত্যুৎকৃষ্ট জীবনোপায় বিবেচনা করিয়া আনন্দ হৃদয়ে দাস্য পথের অনুসরণ করিতেছেন। এইরূপ শাস্ত্রোলঙ্ঘন পূর্ব্বক দাসত্ব আশ্রয় করিয়াও ব্রাহ্মণগণ সমাজে নিন্দনীয় বা কিছুমাত্র দোষে দুষ্ট হয়েন না, বরং যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ সঙ্কায় নিষিদ্ধ পথের অনুবর্ত্তি না হইয়া কেবল বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে কাল যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নির্দ্ধন শ্রেণীভুক্ত হইয়া অধুনাতন সামাজিক ব্যক্তি সকলের নিকট আদৃত হইতে পারেন না। এই প্রকার ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেও ঘটিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের প্রধান জীবিকোপায় প্রজাপালন, অর্থাৎ প্রজাদিগকে ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া তাহাদের নিকট যে ভূম্যাদির করস্বরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা সুখী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন, প্রজাপালন দ্বারা জীবনোপায় সাধিত না হইলে, অর্থাৎ তাদৃশ বৈভব না থাকিলে বৈশ্যের বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং অপরাপর পশুপালনাদি দ্বারা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণাদি করিবেন। উগ্র ক্ষত্রিয়দিগের আদি বাস অগ্রবন, যে স্থান আগরা বলিয়া খ্যাত আছে। আগরা হইতে এতদ্দেশে আসিয়া বাস করিয়াছে বলিয়াই ইহাদিগকে আগরী বলিয়া থাকে। ইহার অপভ্রংশ আগুরি। ইহারাও স্বীয় জীবিকা বৃত্তি প্রজাপালনাদির অভাব বশতঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি কর্ম্মাদি অবলম্বন করিয়াছে। কৃষিকর্ম্ম ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে অবৈধাচরণ নহে। উগ্রক্ষত্রিয়গণ বৈধ জীবিকা কৃষি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, একথা কদাচই বলিতে পারা

যায় না। বস্তুতঃ কৃষিবৃত্তি দ্বিজাতিদিগের সর্ব্বদাই ত্যজ্য, যদি নিজবৃত্তি বা পরস্পর জাতীয় অনিষিদ্ধ বৃত্তি আচরণ করিয়াও আত্মীয়বর্গের প্রতিপালনে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অগত্যা কৃষি-কার্য্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ কর্ষণ কার্য্যে নানাপ্রকার প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত মনু অগত্যা কৃষি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

যথা—

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সাবৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমি শয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়ো মুখং॥

এই জন্য পরাশর বলিয়াছেন, একখানি হল বাহন করিতে হইলে আটটী গোয়ের আবশ্যক, অভাবে ছয়টী গোয়ের আবশ্যক, চারিটী গো অবলম্বন করিয়া যাহারা একখানি হল চালনা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে নৃশংস বলিয়াছেন। এবং দুইটী গো দ্বারা একখানি হল চালনা করিলে বৃষ হত্যার পাপে যুক্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি দেখা যায় সকলেই দুইটী বৃষ অবলম্বন করিয়া হল চালনাদি করিয়া থাকে। আট বা ছয় গো দূরে থাকুক চারি গোকেও আশ্রয় করেন না। ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিষ্টজনক বলিয়া কৃষি-কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। নিতান্ত অচল হইলে অনুমোদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে নিশ্চয় জানিতে হইবে যাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তাহারা এই বৃত্তিকে অপকৃষ্ট জ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছেন। এবং সেই জ্ঞান অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। যাহারা অন্য বৃত্তিতে সংসার নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ ছিল, তাহারা অগত্যাই কৃষিকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এবং তৎকালাবধি ঐ বৃত্তিতে জীবিকা অর্পণ করিয়া

অবস্থান করিতেছে। এই সকল কারণেই কোন কোন ক্ষত্রিয় স্বয়ং কৃষিকৰ্ম্ম করিয়া থাকে কেহ কেহ বা অন্য দ্বারা করাইয়া থাকে। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই যে স্বয়ং হল চালনাদি করিয়া থাকে এমৎ নহে, ইহাদের মধ্যেও যাহারা অপরাপর বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত তাহারা এ বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। এবং তাহাদের বংশেও অদ্যাপি স্বয়ং কৃষিকৰ্ম্ম ব্যবহার নাই। আর যাহারা কোন প্রকার জীবিকোপায় অবলম্বন করিয়াও আশ্রমোচিত ঐহিক পারত্রিক কৰ্ম্মোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, তাহারাই এই হিংসা বহুল কৃষিকৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে। এবং তদবধি সেই বংশে কৃষিকৰ্ম্ম স্রোত অনিবার্য্য রূপে প্রবাহিত হইতেছে। কৃষিকৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া যে তাহাদের জাতি নষ্ট হইয়াছে এমত নহে, তবে পাপগ্রস্ত হইতেছে সন্দেহ নাই। যাহারা ভৃত্যাদি দ্বারা কর্ষণাদি করিয়া থাকে তাহারা যে পাপী হইবে না এমত নহে, তবে অনুষ্ঠান কৰ্ত্তায় যেরূপ পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে নিয়োগ কৰ্ত্তায় সে প্রকার প্রবেশ করে না। এই সকল পাপ, গৃহস্থের সৰ্ব্বদাই হইতেছে।

যথা পরাশরঃ ॥

কণ্ডনী পেষনী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বৰ্ত্ততে ॥
বৃক্ষাংশ্ছিত্ত্বা মহীংভীত্ত্বা হত্বাচ মৃগকীটকান।
কর্ষকঃ পঞ্চযজ্ঞেন সৰ্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

সূনা শব্দের অর্থ প্রাণিবধ স্থান, যে স্থানে সৰ্ব্বদাই প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে কণ্ডনী শব্দার্থ উদূখল মুষল যাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে

ঢেঁকির ব্যবহার হয়। ধান্যাদি বিতুষী করণ সময়ে প্রায় কীটাদির প্রাণ বধ হইয়া থাকে।

পেষনী (দৃশদুপলাদি) যাহাকে জাঁতা বলিয়া থাকে। দ্রব্যাদির পেষণ সময়ে ইহাতে নানাপ্রকার ক্ষুদ্রযন্তু বধ হইয়া থাকে। পাকাদি করিবার সময় চুল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিলে, অভ্যন্তরস্থ কীটাদি দগ্ধ হইয়া থাকে, জল কলস রাখিবার স্থানে প্রাণিহিংসা সম্মার্জ্জনি দ্বারা গৃহাদি মার্জ্জন সময়েও নানা ক্ষুদ্র যন্তু হিংসা হইয়া, থাকে, তজ্জন্য এই পাঁচটীকে সূনা অর্থাৎ প্রাণি বধের স্থান বলিয়াছেন। এই প্রকার বৃক্ষচ্ছেদন, ও পৃথিবী বিদারণ রূপ কর্ষণকার্য্যের দ্বারাও বহুবিধ প্রাণিহিংসা হইয়া থাকে। ঐ সকল হিংসা জন্য গৃহস্থের প্রতি দিন অনিষ্ট হইতেছে। পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। কর্ষক কৃষিকর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত সশ্যাদির একাংশ পঞ্চ যজ্ঞে, অর্থাৎ অধ্যাপন, তর্পন, হোম, বৈশ্যদেবে বলি প্রদান, ও অতিথি সংকার রূপ পাঁচটী নিত্যকর্ম্মে ব্যয় করিলে, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় উক্ত পাঁচ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে যদি অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সযত্নে অতিথি সংকার করিলেই, সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। অতিথি প্রিয় হউক, বা শত্রু হউক, মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক, কিছু মাত্র বিচার না করিয়া তাহাদের প্রতি দেবতার ন্যায় ভক্তি সহকারে পরিচর্য্যা করিলেই, সাংসারিক সূনা জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে।

সংস্কার।

এই সকল কারণ বশতঃই নিন্দিত কৃষি কর্ম্মকে আশ্রয় করিতে আদেশ দিয়াছেন। যে প্রকার পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারায় গৃহস্থের সূনাজনিত পাপ ক্ষয় হয়, সেইরূপ অবশ্যানুষ্ঠেয় নিষেকাদি সংস্কার সকল, বীজগর্ভ হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিমুক্ত করিয়া পারত্রিক গতি প্রদান করিয়া থাকে। সংস্কারগুলি যে যে কালে কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, সেই সেই কালেই কর্ত্তব্য। প্রসঙ্গাধীন সংস্কার এবং তাহাদের কর্ত্তব্য মুখ্যকাল ও মুখ্যকালে না করিতে পারিলে গৌণকালে কর্ত্তব্য বিধায়ক প্রমাণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

তথাচ ব্যাসঃ॥

গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাত কর্ম্মচ।
নাম ক্রিয়া নিষ্ক্রমনোহন্নাশনং বপন ক্রিয়া॥
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভ ক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্ত স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নি পরিগ্রহঃ॥
প্রেতাগ্নি সংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তাঃ মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়া স্ত্রীয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্র স্যামন্ত্রতো দশ।
গর্ভাধানং প্রথমতঃ তৃতীয়ে মাসি পুংসবঃ।
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসি জাতে জাত ক্রিয়া ভবেৎ।
একা দশেহ্নি নামার্ক স্যেক্ষা মাসি চতুর্থকে।
যষ্ঠে মাস্যন্ন মশ্নীয়াৎ চূড়া কর্ম্ম কুলোচিতং
কৃতচূড়েচ বালেচ কর্ণবেধো বিধীয়তে

বিপ্রো গর্ভাষ্টমে বর্ষে ক্ষত্রএকাদশেতথা
দ্বাদশে বৈশ্য জাতিস্ত ব্রতোপনয় মর্হতি
তস্য প্রাপ্ত ব্রতস্যায়ং কালঃস্যা দ্বিগুণাধিকঃ।
বেদব্রত চ্যুতো ব্রাত্যঃ স্বব্রাত্য স্তোম মর্হতি ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিব ষোডশ প্রকার সংস্কাব স্ত্রী এবং শূদ্র জাতিব বচনস্থিত কর্ণবেধ পর্য্যন্ত নয়টী এবং বিবাহ এই দশবিধ সংস্কাব কর্ত্তব্য। যদ্যপিও ব্যাস ষোডশ প্রকাব সংস্কার উল্লেখ কবিযাছেন, তন্মধ্যে বিবাহ পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার দ্বিজাতিদিগেব ও প্রধান, এবং এই দশটী সংস্কাবেব আদিতে নান্দি-মুখ শ্রাদ্ধ কবা কর্ত্তব্য, অপব ছয়টী সংস্কাব শ্রেণী মধ্যে গণনা হইযাছে মাত্র, বস্তুতঃ সংস্কাব নহে। সম্প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য দশটী সংস্কাব সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

এই সকল সংস্কাব মুখ্যকালেই কবা কর্ত্তব্য। গর্ভাধান সংস্কাব রজো যোগাবধি ষোডশ বাত্রি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য ঐ ষোডশ বাত্রিব মধ্যে যুগ্মাবাত্রি গর্ভাধান সংস্কাবেব মুখ্যকাল। এই সংস্কাবেব গৌণ-কাল নাই। গর্ভ স্পন্দনের পূর্ব্বে, পুংসবন সংস্কাব বিধেয়। ষষ্ঠ মাস গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কাব অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই সংস্কাব-কেই গার্ভপাত্র সংস্কাব বলিযা উল্লেখ করিযাছেন। ইহা দ্বাবা গর্ভস্থ বালক এবং পাত্র অর্থাৎ বালকেব আধাব স্ত্রী এই উভয়েব সংস্কাব হইয়া থাকে। বালক প্রসূত হইবামাত্র পিতা সুবর্ণ এবং ফলাদি লইয়া পুত্রেব মুখ দর্শন পূর্ব্বক নাভিচ্ছেদনেব পূর্ব্বেই জাতেষ্টি কর্ম্ম সমাধা করিবেন জাতকর্ম্ম সমাপনান্তে নাড়িচ্ছেদ কবাইবে। তাবৎকাল স্তন্য পানাভাবে যদি জাত বালকের প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভব হয় তাহা হইলে, নাম করণের পূর্ব্বে জাত-কর্ম্ম করিবে। স্ব জাত্যুক্ত অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

একাদশাহে ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশাহে বৈশ্য ষোড়শাহে এবং শূদ্র একত্রিংশৎ দিবসে জাতবালকের নাম রক্ষা করিবেন।

ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয় ত্রাতৃবর্ম্মান্ত, বৈশ্য গুপ্তভূতি এবং শূদ্র দাসান্ত নাম রক্ষা করিবেন।

তথাচ মনুঃ।

শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতাচ ভূভুজঃ।
ভূতির্গুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রেষু কারয়েৎ॥

জাত বালকের চতুর্থ মাস বয়ঃক্রম কালে নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ আদিত্য দর্শনরূপ সংস্কার করিবে। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাসনের মুখ্যকাল, ঐকালে অন্নপ্রাসন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। জন্মদিনাবধি দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত চুড়াকরণের মুখ্যকাল। যাঁহাদের যে প্রকার কুলপ্রথা প্রচলিত আছে। তাঁহাদের সেই কালেই এই সংস্কার অনুষ্ঠেয়। চুড়াকরণের পরকাল হইতে উপনয়ন কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ণবেধের কাল। কর্ণবোধকে ব্যাস সংস্কার মধ্যে গণনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা সংস্কার নহে। কারণ সংস্কার মাত্রেই জ্যেষ্ঠক্রমে কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ অসংস্কৃত থাকিলে কনিষ্ঠ কদাচই সংস্কার যোগ্য হইবে না; কিন্তু কর্ণবেধে সে প্রকার নিয়ম নাই। ছয়টী কর্ণ সম্ভব হইলেই অর্থাৎ দুইটী বালক বর্ত্তমান আছে এবং গর্ভে একটী অবস্থান করিতেছে দেখিলেই বর্ত্তমান দুইটী বালকের মধ্যে জ্যেষ্ঠাদি বিচার না করিয়াই যাহার বয়ঃক্রম যুগ্মবর্ষ হইয়াছে, এবং রবি গুরু শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই কর্ণবেধ করিবে। ছয়টী কর্ণ অর্থাৎ তিনটী বালক অকৃতকর্ণবেধ রক্ষা করা হইবে না। তদনন্তর উপনয়ন সংস্কার বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার না হইলে দ্বিজাতি সংজ্ঞা হইতে পারে

না। প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ করিয়া দ্বিজাতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, এই সংস্কার ব্রাহ্মণের গর্ভাধান দিবস হইতে, অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত মুখ্যত্ব রূপে অনুষ্ঠেয়। এবং ক্ষত্রিয় জাতির গর্ভাধানাবধি একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত, বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মুখ্যকাল। এই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মুখ্যকালে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক; এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার যদি স্ব স্ব কালে অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরস্পর সংস্কারের আদিতে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের গৌণকালে অনুষ্ঠান করিয়া পর পর সংস্কার অনুষ্ঠেয় হইবে।

যদি উপনয়নের পূর্ব্ব যাবদীয় সংস্কারই পতিত হইয়া থাকে; তাহা হইলে পতিত সংস্কার সমূহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহাব্যাহৃতি হোমানুষ্ঠান করতঃ পূর্ব্ব পতিত সংস্কার সকল সমাপন করিয়া উপনয়ন বিধান আবশ্যক হইবে, নচেৎ কদাচই উপনয়ন অনুষ্ঠিত হইবে না। এই সংস্কারও যদি মুখ্যকালে না করা হয় তবে ব্রাহ্মণ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয় দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত, গৌণকাল মধ্যে উপনীত হইবেন, যদি ঐ সকল গৌণকালেও উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে, আর উপনয়ন হইবে না। ব্রত হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

দ্বিজাতিগণ, আপৎ কাল উপস্থিত হইলেও কদাচ অপবিত্র ব্রাত্য সংজ্ঞক দ্বিজাতির সহিত বেদাধ্যয়ন বা বৈবাহিক সম্বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে না।

তথাচ মনু ॥

নৈতৈ রপূতৈ র্বিধিবদাপদ্যপিহি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্‌ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান নাচরেৎ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥

ব্রহ্মচারী দ্বিজাতির পরিধেয়াদি নিরূপিত হইতেছে।

তথাচ মন্বাদি।

কার্ষ্ণ রৌরব বাস্তানি চর্ম্মানি ব্রহ্মচারিনঃ।
বশীরন্নানুপূর্ব্বেন শান ক্ষৌমা বিকানিচ॥
মৌঞ্জি ত্রিবিৎসমা শ্লক্ষ্মা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয় স্যতু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শনতান্তবী॥
কার্পাস মুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবিৎ।
শন সূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকং॥
ব্রাহ্মণো বৈল্ব পালাসৌ ক্ষত্রিয়োবাট খাদিরৌ।
পৈল বোডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥
কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমানতঃ।
ললাট সম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥

ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, শন সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান এবং কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত উত্তরীয় ধারণ, ক্ষত্রিয় ক্ষৌম অর্থাৎ লোহিত বর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান এবং চিত্র মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত উত্তরীয় ধারণ, বৈশ্য মেষ লোম জাত বস্ত্র পরিধান এবং ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করিবেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণ মুঞ্জদ্বারা ত্রিগুণা, সমগুণত্রয় যুক্তা, সুখস্পর্শা মেখলা, নির্ম্মাণ করিয়া কটীদেশে ধারণ, ক্ষত্রিয় মূর্ব্বাময়ী জ্যা অর্থাৎ ধনুর গুণের ন্যায় উক্ত প্রকারে মেখলা ধারণ, বৈশ্য শন তন্তু দ্বারা মেখলা প্রস্তুত করিয়া ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যথাক্রমে কার্পাস, শন, ও মেষ লোমজাত সূত্রকে, প্রথমতঃ ত্রিগুণ, অনন্তর নবগুণ করিয়া, দক্ষিণাবর্ত্তে ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ স্বীয় কেশান্ত পরিমিত বিল্ব বা পলাশ, ক্ষত্রিয় ললাট পরিমিত বট বা খদির, বৈশ্য নাসান্ত পরিমিত পিয়াল বা উডুম্বর দণ্ড ধারণ করিবেন। অনন্তর দ্বিজাতি বালক দণ্ড কৌপীন যজ্ঞসূত্র অজীনাদি

ধারণ করিয়া আচার্য্য সমীপে সমাগত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁকার স্মরণ করতঃ বেদমাতা গায়ত্রী অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবে। ইহাকেই বেদারম্ভ সংস্কার বলিয়াছেন।

তথাচ মনুঃ।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথা বিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

অতঃপর যাবদীয় বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন, বা, যাহারা যে বেদ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাঁহারা সেই সেই অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য সমীপে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথা-বিধি কৃতস্নাত হইয়া স্ব গৃহে সমাগত হইবে এবং দ্বিজাতিগণ, সমান জাতীয়া শুভলক্ষণযুক্তা ভার্য্যার পানিগ্রহণ করিবে।

অসপিণ্ডাচ যা মাতু রস গোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মনি মৈথুনে॥
সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥

গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্যগণের পানিগ্রহণ সংস্কার সর্ব্বতো-ভাবে অনুষ্ঠেয়। কারণ বিবাহ না করিলে গৃহস্থই হইতে পারে না যে হেতু কথিত আছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

দ্বিজাতিগণ সগোত্রা এবং সমান প্রবরা কন্যা কদাচই গ্রহণ করিবে না। যদ্যপি গোত্র বা প্রবর ব্রাহ্মণজাতির পক্ষেই উপ-দিষ্ট হইয়াছে। তথাপি ঋষিঃ

"পৌরোহিত্যান্ রাজন্য বিশোঃ ॥

এই সূত্রদ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতি কেও পুরোহিতের গোত্র অর্পন করিয়াছেন। এই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই কদাচ সগোত্র এবং সমান প্রবরে বিবাহ করিবে না।

পিতৃসাপিণ্ড্য কন্যা এবং মাতামহ সমানোদকস্থিতা কন্যা ব্রাহ্মণাদি চাত্তবর্ণ কর্ত্তৃক অবিবাহ্যা। বিবাহ সাপিণ্ড্য পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহ পক্ষে পঞ্চমপুরুষ পর্য্যন্ত। বিবাহকর্ত্তা স্বাবধি অত্যত্যুৎবৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত। উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষায় সপ্তমী কন্যা ত্যাগ করিয়া অষ্টমী কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে এবং মাতামহ পক্ষে মাতামহাদি অত্যুৎবৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত উর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষের প্রত্যেকাপেক্ষায় পঞ্চমীকন্যা ত্যাগ করিয়া, ষষ্ঠী কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে মাতামহ সমানোদকে বিবাহ, সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। এইস্থলে মাতামহ সমানোদক কাহাকে বলে জানা আবশ্যক।

"সমানোদক ভাবস্তু জন্ম নাম্নোরবেদনে"

যতদিন মাতামহ বংশের নাম এবং তদ্বংশীয়া এই কন্যা বা আমি (বিবাহ কর্ত্তা) এই বংশীয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ইত্যাদি প্রকার যে কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সেই বংশজা কন্যা বিবাহ্যা হইবে না।

"জন্মনাম্নোরবিজ্ঞানে প্যুদ্বহেদবিশঙ্কিতঃ।"

যৎকালে উক্তপ্রকার জন্ম বা নাম জ্ঞানের বিষয় হইবে না, তৎকালে নিঃশঙ্কচিত্তে বিবাহ করিতে পারিবেন।

পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃপিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

যে প্রকার পিতৃসাপিণ্ড্য ও মাতামহ সাপিণ্ড্য সন্ততি যথাক্রমে সপ্তমী এবং পঞ্চমী ত্যাজ্যা। তদ্রূপ পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু হইতেও সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা ত্যাজ্যা হইবে।

পিতামহ ভগিনীপুত্র পিতামহী ভগিনীপুত্র এবং পিতামহী ভ্রাতৃপুত্র ইহারা পিতৃবন্ধু। ইহাদের প্রত্যেকাপেক্ষায় সপ্তমী কন্যাকে ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।

এবং মাতামহী ভগিনীপুত্র মাতামহ ভগিনীপুত্র এবং মাতামহী ভ্রাতৃপুত্র ইহারা মাতৃবন্ধু ইহাদের প্রত্যেকাপেক্ষায় পঞ্চমী কন্যা ত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রকার সাপিণ্ড্যাদি বিচার করিয়া বিবাহ করা চাতুর্বর্ণেরই আবশ্যক। সগোত্র এবং সমান প্রবর দ্বিজাতিদিগের পক্ষেই বর্জ্জিত হইয়াছে।

"সন্নিকর্ষেপি কর্ত্তব্যা ত্রিগোত্রান্ত রিতাত্ময়া।"

যদি কন্যার অলাভ হয় তাহা হইলে সাপিণ্ড্য বা সমানোদক মধ্যে সপ্তম বা পঞ্চমের অভ্যন্তরস্থিত কন্যা, বিবাহ কর্ত্তার গোত্র হইতে গোত্রত্রয় অন্তরিতা হইয়া চতুর্থ গোত্রে অবস্থিতা হইলে বিবাহ্যা হইবে। এরূপ স্থলে ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যায় বিবাহ করিলে বিবাহকর্ত্তা, সাপিণ্ড্য বা সমানোদক কন্যার পানিগ্রহণ জন্য প্রত্যবায়ী হইবে না। বিবাহ আট প্রকার ব্রাহ্মো দৈবস্ত-থৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ-শ্চাষ্টমোঽধমঃ।

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রাশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাসুরং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ ॥

উক্ত অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিটী বিবাহ ব্রাহ্মণের প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাক্ষস বিবাহই প্রশস্ত বৈশ্য ও শূদ্রজাতির পক্ষে আসুর বিবাহকে প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বচনে ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে রাক্ষসবিবাহকেই প্রশস্ত বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে যুদ্ধহরণরূপ রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত নাই। অধুনাতন ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বিবাহই অবলম্বন করিয়াছেন।

শুল্কেন যে প্রয়চ্ছন্তি স্বসুতাং লোভ মোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িনঃ পাপা নরাঃ কিল্বিষ কারিণঃ ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চা সপ্তমং কুলং ॥

যাহারা লোভযুক্ত হইয়া শুল্ক অর্থাৎ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা প্রদান করে, তাহারা আত্মবিক্রয়ীদিগের পাপে লিপ্ত হইয়া স্বয়ং ঘোরতর নরকে পতিত হইয়া থাকে এবং সপ্ত কুলস্থিত পিতৃলোক সমুদায়ও নরকগামী হয়েন। এই নিমিত্তই মনু বলিয়াছেন।

আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কথা কি বলিব শূদ্রও পণ গ্রহণ পূর্ব্বক কদাচ কন্যা প্রদান করিবে না।

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তি শুক্র বিক্রয়ী"

যে দেশে কন্যা বিক্রয়ী দ্বিজাতি বসতি করিয়া থাকে সেই দেশ পতিত হয়। এই সমস্ত নিন্দা শ্রবণ দ্বারা বিশেষরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রাণাত্যয়েও কদাচ কন্যা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

যে প্রকার কোন একটী চিত্রপটে চিত্র করিতে হইলে প্রথমতঃ দেব দেবী প্রভৃতির অবয়ব এক একটী রঙ্গের দ্বারায় অঙ্কিত হয়। অনন্তর ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে স্থানে যে প্রকার রাগ প্রদত্ত হইলে চিত্র সুদৃশ্য হইতে পারে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রাগ প্রদান করিয়া থাকে। এবং চিত্র পরম সুদৃশ্য ও সকলেই অবলোকন করিয়া, অতীব মনোহর চিত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। তদ্রূপ এই সকল সংস্কার যথাকালে ও যথাবিধানে দ্বিজাতিদেহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, বীজ গর্ভ সম্ভব কলুষরাশি ধ্বংস করিয়া, জলদগ্নির ন্যায় তেজস্বী করিয়া থাকে। অধুনাতন দ্বিজাতিগণ যথাকালে বা যথানিয়মে সংস্কৃত না হওয়াতেই, বীর্য্য হীন হইতেছে। যুগহ্রাস ক্রমে ধর্ম্ম কর্ম্মাদিরও হ্রাস হইতেছে। হীনবল মনুষ্যদিগের পক্ষে সত্যযুগাদি কর্ত্তব্য তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব বিবেচনায় বর্ত্তমান যুগজাত মানবগণের প্রতি দানকেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি দেখা যায় কেহই প্রায় যথানিয়মে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান বা বিধিপূর্ব্বক যথাকালে বালকাদির সংস্কার ও অপরাপর 'কলিযুগোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির প্রতিপালন করেন না। এবং নানা প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিয়াও কোন প্রকার দোষে দূষিত হইতেছেন না। উগ্রক্ষত্রিয় অস্মদ্দেশা বিরুদ্ধ অথচ দেশান্তর প্রচলিত, আপৎকালে শাস্ত্রকারদিগের অভিমত এবং অনাপদেও মহর্ষি মনু মহাশয় এবং কলিযুগীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রকাশক পরাশর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কৃষি পথে স্বয়ং পাদন্যাস করিয়াছে

বলিয়া, ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা কদাচই স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সযুক্তিক প্রমাণাদির দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শঙ্করত্ব খণ্ডন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে যে যে আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, যথাজ্ঞান সেই সেই আপত্তি উদ্ধার পূর্ব্বক মীমাংসিত হইল। সম্প্রতি অন্য কোন আপত্তি আমাদের বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না—যদ্যপি ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্বনাশক অন্য কোন বিরোধ উত্থিত হয় তাহারও সিদ্ধান্ত করিতে যত্নবান হইব।

অলমতি বিস্তরেনাস্তাং।

সমাপ্তাচেয় মুগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণ

শ্রীচরণেষু।

প্রশ্ন।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা দ্বাদশাহ অশৌচ এবং ব্রাতৃবর্ম্মান্ত নাম কথন ও প্রায়শ্চিত্তাদি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম ক্ষত্রিয় বদনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। ইহারা ক্ষত্রিয় বদ্‌ব্যবহার্য্য হইবে কিনা ইহার যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি সন ১৩০০ সাল ২৭শে ভাদ্র। শ্রীব্রজনাথ ব্রাতৃবর্ম্মা।

অস্যোত্তরং।

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতায়া উগ্রায়াঃ ক্ষত্রিয় পরিণয়নরূপ জাত্যুৎকর্ষেন পরম্পরা জাতায়া অপ্যুগ্রজাতেঃ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সদ্ভাবাৎ কুল ক্রমাগত দ্বাদশাহা শৌচোপবীত ধারণাদিরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বিনঃ প্রথিতোগ্রজাতীয়স্য ক্ষত্রিয়ত্বমেব ভবতি নতু শূদ্রত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্রপ্রমাণং।

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং ক্রুরাচার বিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে, ইতি মনুবচনং অত্রমেধাতিথি ভাষ্যং আচার বিহারৌ কায়চেষ্টা বাগ্‌ব্যাপারশ্চ ভাবস্য ক্রুরৌভবতঃ স্বভাবানুবাদোয়ং বপুঃ শব্দঃ। স্বভাব বচন এব উভয় জাতি সম্ভূতত্বাদুভয় ধর্ম্মাভবতি। বিরুদ্ধয়োরুভয়ধর্ম্ময়ো রেকস্যাসম্ভবাৎ কশ্চিৎ শূদ্রধর্ম্মা ইত্যিতস্যার্থঃ। অতএব, জাত্যুৎকর্ষো যুগেজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেহপিবা। ব্যত্যয়ে কর্ম্মনাং সম্যক্ পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরং ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনং। অত্র মিতাক্ষরা জাতয়ো মূর্দ্ধাভি-

ষিক্তাদ্যা স্তাসামুৎকর্ষো ব্রাহ্মত্বাদিজাতি প্রাপ্তির্জাত্যুৎকর্ষো যুগে-জন্মনি সপ্তমে পঞ্চমে অপি শব্দাৎ ষষ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ। ব্যবস্থিত-শ্চায়ংবিকল্পঃ ব্যবস্থাচ ব্রাহ্মণেনশূদ্রায়া মুৎপাদিতা নিষাদী সাব্রাহ্ম-ণেনোঢ়াংদুহিতরংকাঙ্ক্ষিজ্জনেয়তি সাপি ব্রাহ্মণেনোঢ়া, অন্যামিত্য-নেন প্রকারেণ ষষ্ঠী, সপ্তমং ব্রাহ্মণং জনয়তি। ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়া-মুৎপাদিতা অম্বষ্ঠা, সাপ্যনেন প্রকারেণ পঞ্চমী ষষ্ঠং ব্রাহ্মণং জন-য়তি। মূর্দ্ধাভিষিক্তাপি অনেন প্রকারেণ চতুর্থী, পঞ্চমং ব্রাহ্মণ-মেব জনয়তি। এবমুগ্রা ক্ষত্রিয়েনোঢ়, মাহিষ্যাচ, যথাক্রমং ষষ্ঠং পঞ্চমং ক্ষত্রিয়ং জনয়তি। ইতি।

অত্রদীপকলিকা।

জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ইতি। যুগে জন্মনি ইতি বিশ্বরূপঃ। স্ত্রীপুরুষ জন্ম ইতি কেচিৎ। যদি শূদ্রায়ামূঢ়ায়াং ব্রাহ্মণজাতা কন্যা সযদ্যপরস্মৈ ব্রাহ্মণায় বিবাহেনদীযতে, তজ্জাতাকন্যা পুনর-পরস্মৈ ব্রাহ্মণায় ইত্যেবং সপ্তমকন্যা পরিবর্ত্তনে, সপ্তমে জন্মনি স্ত্রীপুরুষযুগ্মেবা উত্তরোত্তর বিলক্ষণ মাতৃজাতিত্বেন জাত্যুৎকর্ষে ব্রাহ্মণ জাতীয়োভবত্যুপনয়নাদিষধিক্রিয়তে। ইত্যর্থ্য। পঞ্চমে বেতি ক্ষত্রিয় বিষয়ং। যথাক্ষত্রিয়পরিনীত শূদ্রাজাত কন্যা সন্তা-নস্য পঞ্চমে ক্ষত্রিয়ত্ব মিতি॥

তথামনুরপি শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সাচেৎ প্রজায়তে। অশ্রেয়ান শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্যুগাৎ॥

শূদ্রাব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

অত্রকুল্লুকভট্টব্যাখ্যা।

ইদানিং সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাম্বিত্যুক্তলক্ষণ ব্যতিরেকেনাপি ব্রাহ্ম-ণ্যাদিদর্শয়িতুমাহ শূদ্রায়ামিতি। শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ পারেশ-

ব্যখ্যোবর্ণঃ প্রজায়েত ইতি সামর্থ্যাৎ স্ত্রীরূপঃস্যাৎ। সাযদি স্ত্রী ব্রাহ্মণোঢ়া সতীপ্রসূয়তে সাদুহিতরমেব জনয়তি সাপ্যন্যেন ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী দুহিতর মেব জনয়তি সাপ্যেবমেবং সপ্তমে যুগে জন্মনি ব্রহ্মনি স পারশবাখ্যো বর্ণঃ বীজপ্রাধান্যাৎ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নোতি। আসপ্তমাৎ যুগাদিত্যভিধানাৎ সপ্তম জন্মনি ব্রাহ্মণ্যং সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। শূদ্র ইতি এবং পূর্ব্বশ্লোকোক্তরীত্যাশূদ্রো ব্রাহ্মণত্বং যাতি ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রতামেতি। ব্রাহ্মণোত্রব্রাহ্মণাচ্ছূদ্রায়া মুৎপন্ন পারেশবোজ্ঞেযঃ সিযদিপুমান কেবল শূদ্রোদ্বাহেন তস্যাংপুমাংসমেব জনয়তি সোপি কেবল শূদ্রোদ্বাহেনাপরং পুমাং সমেব জনয়তি সোহপ্যেবং সপ্তমং জন্মপ্রাপ্তং কেবল শূদ্রতাং বীজনিকর্ষাৎ ক্রমেণ প্রাপ্নোতি এবং ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যাচ্চ শূদ্রায়াং জাত স্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ জ্ঞানীয়াৎ। কিন্তু জাতেরপকর্ষাৎ জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেযঃ সপ্তমে পঞ্চমেহপিবাইতিযাজ্ঞবল্ক্য দর্শনাচ্চ ক্ষত্রিয়া জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ বোদ্ধব্যৌ। বৈশ্যাজ্জাতস্য ততোপ্যপকর্ষাৎ যাজ্ঞবল্ক্যোনাপিবাশব্দেন পক্ষান্তরস্য সংগৃহীতত্বাৎ বৃদ্ধব্যাখ্যানুবোধাচ্চ তৃতীয়েজন্মনি উৎকর্ষাপর্ষৌ জ্ঞেয়ৌ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মনেন বৈশ্যায়াং জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ, ক্ষত্রিয়ায়াং জাতস্য তৃতীয়ে, ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং জাতস্য তৃতীয় এব বোদ্ধব্যৌ। ইত্যাস্তাং—

গদাধরো জয়তি।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়স্য স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমধুসূদন স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাং নবদ্বীপ নিবাসিনাং॥

শ্রীগণেশচন্দ্র শর্ম্মণাং সার্ব্বভৌমোপাধিকানাং।

শ্রীশ্রীনাথ ন্যায়ভূষণ শর্ম্মণাং পাড়াতল নিবাসিনাং।

শ্রীকালীপদ শর্ম্মণাং তর্করত্নোপাধিকানং।